সংক্ষেপ ভাগবত ও সুধার আকর।

শ্রীগোবিন্দকেলী শর্ম্মা মুন্সী।
প্রণীত।

নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

রঙ্গপুর জয়যন্ত্রে
পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩১৯।

দেবগণের নিকট অসুরদিগের ভারে ও দুষ্ট রাজা-দিগের ভারে দুঃখিত হওয়া প্রকাশ করিলে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষীরদ সমুদ্রের তীরে যাইয়া ভগবান হরিকে অভিবাদন পূর্ব্বক নানাপ্রকার স্তব করিয়া বলিলেন হে হরে কালনেমি প্রভৃতি অসুরেরা ও জরাসিন্ধু প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণের পাপাচারে পৃথিবী অতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া অতি দুঃখিত চিত্তে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বলায় আমরা আপনার দয়া ব্যতীত অন্যে এই ভার নিবারণ করিতে পারিবেন না অবধারণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে ভগবান হরে, আপনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবধারণ করুন। আপনি দেবগণের প্রতিপালক ও দেব-গণকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতলে গেলে আমাদের আর যজ্ঞ ভাগ পাইবার সম্ভব নাই। হে যজ্ঞেশ্বর, ঐ দেখুন, রোরুদ্যমানা পৃথিবী আপনার সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবান আমাদের এই প্রার্থনা যে, আপনি অবতার হইয়া পৃথিবীর ভার উপসংহার করুন। এবং আমাদের কি

করা কর্ত্তব্য তাহাও দয়া করিয়া বলুন। তখন ভগবান দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে দেবগণ, তোমরা গোকুলে গোপরূপে জন্ম গ্রহণ কর ও সুরনারীগণ গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। তৎপরে আমি মথুরায় দৈবকীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমী প্রভৃতি অসুর ও পাপাচারী জরাসিন্ধু প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে বিনাশ করিব। তোমরা মনে কর যে, এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তখন দেবগণ পরম আহ্লাদ সহকারে ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক মাতা অচলা সহকারে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ও গোপ গোপীরূপে দেবদেবীগণ গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বসুদেবের সহিত দৈবকীর বিবাহ হইলে কালনেমী কংসাসুর ভগিনী দৈবকীকে রথারূঢ় করাইয়া স্বয়ং সারথী হইয়া স্বামীগৃহে লইয়া চলিলেন। এমন সময়ে আকাশে গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল যে কংশ যাহাকে স্বামী গৃহে লইয়া যাইতেছ ইহার অষ্টম গর্ভে যে বালক জন্মিবে সেই তোমাকে নিশ্চয় বিনষ্ট করিবে। দৈববাণী শ্রবণে কংসাসুর ক্রোধে অধীর হইয়া অসি নিষ্কাসিত করিয়া দৈবকীকে

[illegible] বধিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব কর যোড়ে কংসকে বলিল মহারাজ, সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয়, ধন হইলেই কালে ক্ষয় হয় অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অবশ্যই ক্ষয় আছে, এই প্রকারে জন্ম হইলে এক দিন অবশ্য মরণ হইবে ইহা নিশ্চয় জানিবে। এমন অবস্থায় স্ত্রীহত্যা এমন গর্হিত কার্য্য করা কি আপনার মত বিজ্ঞ লোকের উচিত। মহারাজ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ইহার গর্ভে যখন যে সন্তান জন্মিবে তখনই তাহাকে আপনাকে অর্পণ করিব। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ, অতএব আপনার ভগিনী বধে নিবৃত্ত হউন। তখন কংস মনে মনে বিবেচনা করিয়া কারাগারে দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করতঃ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইলেন। কিছু দিবস পরে দেবকীর এক পুত্র হইল তখনই বসুদেব ঐ পুত্র কংসের নিকট প্রদান [illegible] কহিল, মহারাজ, আপনার এই পুত্র [illegible] আমার কোনই ভয় নাই, আপনি ইহাকে [illegible] প্রতিপালন করুন। [illegible]

[illegible]

হয় তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া বসুদেবের পুত্র লইয়া দৈবকীকে
দিলেন, দৈবকী পুত্র পাইয়া যেমন হারাধন পাইলে
চোর সন্তুষ্ট হয়েন সেই প্রকার দৈবকী সন্তোষ লাভ
করিলেন। কিছু দিন পরে দেবর্ষি নারদ আসিয়া
হইয়া কংসকে বলিলেন মহারাজ কোন্ গর্ভের
সন্তান আপনাকে নষ্ট করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।
অষ্টম গর্ভের প্রস্তাব সম্বন্ধে যে দৈববাণী শুনিয়া-
ছেন প্রথম গর্ভের সন্তান যে তাহা না করিবে তাহাই
বা কেমন করিয়া প্রতীতি হয়। শত্রুর পূর্ব্ব শে-
শেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। উহার কারণ বসুগণ প্রথম
দৈবকীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প-
কালেই বসুগণ এই ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হয়েন
ও পুনর্ব্বার বসুত্ব লাভ করেন ইহাই দেবর্ষির বলিবার
উদ্দেশ্য। মহাবৈষ্ণব দেবর্ষি নারদ অন্তর্দ্ধান হইলে,
কংস ক্রোধে অধীর হইয়া দৈবকীর পুত্র আনিতে
আদেশ করিলেন। দূত মুখে এই বাক্য শ্রবণ
করিয়াই বসুদেব ঐ পুত্র আনিয়া কংসকে অর্পণ
করিলে পামর কংস ঐ বালককে লইয়া বসুদেবের
সম্মুখেই এক আছাড় দিয়া বিনষ্ট করিল। [illegible]
[illegible] অভিভূত হইলেন। [illegible]

বসুদেব বলিলেন ন কালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্ত কালে ন জীবতি। এই বলিয়া বাক সংযম করিয়া কারাগারে যাইয়া দৈবকীকে সমস্ত বলিলেন, তখন দৈবকী কপালে করাঘাত করিয়া পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, বাপ, অভাগিনীর পুত্র তুমি কোথায়? কেনই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তুমি কোথায় আগমন কর। এই দুঃখিনী মাতার কোলে আইস। দেখি আমি তোমার মুখ চুম্বন করিয়া, স্তন পান করাইয়া সুখী হই। বাপ কি দোষে কারাগারে আবদ্ধা মাতা পরিত্যাগ করিলে। আমি কি আর তোমার ঐ হাসিপূর্ণ মুখ দেখিতে পাইব না। হায় বিধি দিয়া নিধি কেনই বা হরিয়া নিলে, এই বলিয়া রোদন করত দৈবকী বসুদেবকে বলিল হে নাথ এই অসহ্য দুঃখের শান্তির উপায় কি? তখন বসুদেব কহিলেন সুন্দরী আর রোদন করিয়া ফল কি? পুত্রের যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ ফল হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন পূর্ব্বজন্মে জীব যেরূপ কার্য্য করে পর জন্মে সেইরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্ম দোষেই কর্ম্ম শরীর ধ্বংস হয় পুন জন্মের উন্মুখ হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে রক্ষা করে না।

কর্ম্মই শরীর ধারণের আদি কারণ। কর্ম্ম হইতেই জীব বারম্বার যাতায়াত করে। অতএব পুত্রের যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপই ফল হইয়াছে, আমরাও দুঃখ সুখ যাহা ভোগ করিতেছি ইহাও কর্ম্ম ফল। এই কর্ম্ম ফল নিবারণ কর্ত্তা হরি ভিন্ন আর কেহই নাই যেপর্য্যন্ত কর্ম্ম ক্ষয় না হইবে সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মানুসারে জীবের নানা যোনীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এবং সুখ দুঃখ ভোগ হইয়াও থাকে। অতএব সুন্দরী যদি দুঃখ নিবারণ করিতে চাও তবে কর্ম্ম ক্ষয়কারী হরিকে ভক্তিভাবে ডাক তাহাহইলেই তিনি তোমার দুঃখ মোচন করিবেন। হরি পুত্রার্থীকে পুত্র ধনার্থীকে ধন বিদ্যার্থীকে বিদ্যা এমন কি মোক্ষার্থীকে মোক্ষ দিয়া থাকেন। সেই ত্রিতাপ হারী হরি ভিন্ন আর দুঃখ শান্তির উপায় নাই। তখন দৈবকী বলিলেন নাথ তাহাকে কি প্রকার ভজনা করিতে হয় বলুন। বসুদেব বলিলেন ঐ হরি যদি তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন তবেই কংশাসুর ধ্বংশ করিবেন। আবার বসুদেব কহিলেন, সুন্দরি সর্ব্বদুঃখ নিবারণকারী হরিকে যে, যেভাবে ডাকে তিনি সেই ভাবেই সেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি

অবিনাশী। কংসের সাধ্য কি যে তাঁহাকে বিনাশ করে অতএব পুত্রভাবে তাহাকে ভজনা কর। তাহা হইলেই তিনি পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া তোমার অভিলষিত বিষয়ের ফল প্রদান করিবেন। হরি ভক্তবৎসল। অতএব নববিধা ভক্তির আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে ডাক, বসুদেব কহিলেন সুন্দরি তাঁহাকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহা বলি শুন, শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্ম নিবেদনম্ ইহার যেটী করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তাহাই কর। তাহাহইলে তোমার মনাভিলাষ পূর্ণ হইবে তখন দৈবকী ভগবানকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ভাবে দৈবকীর ছয়টী পুত্র বিনাশ করিল। সপ্তম গর্ভ হইলে ভগবান হরি, যোগমায়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেবী আপনি দৈবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করুন। ঐ গর্ভে তিনি জন্মিলেন তিনি পৃথিবীর ভার হরণের সময় আমার সহায় হইবেন। গর্ভ আকর্ষণ জন্য তাহার নাম সঙ্কর্ষণ হইবে। তখন মাতা যোগমায়া দৈবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে

স্থাপন করিলেন। গর্ভ নাশ হইয়াছে শুনিয়া কংস বড়ই আনন্দিত হইলেন। ও ইহার পরের গর্ভও যদি এইরূপ হয় তবে বড়ই মঙ্গলের কার্য্য হইবে। কংসাসুর ইত্যাকার বিবেচনা করিল।

পূর্ব্ব জন্মে ও ইহ জন্মে বসুদেব দৈবকী ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান হরিকে পুত্ররূপে পাইবার প্রার্থনা করায় ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ও পৃথিবীর ভার হরণ করার নিমিত্ত ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য ও লোকবৎ লীলা করার কারণ পুণ্য ধাম যমুনার তীরে মথুরাধামে বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর উদরে দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধন্য দৈবকীর তপস্যা। জগৎপিতাকে ভক্তিতে লাভ করিয়া যাহার মাতা পিতা নাই যিনি অজ, তাঁহারই মাতা হইয়াছিলেন, অতএব দৈবকীই ধন্য। কংসের কারাগারে দৈবকীর গর্ভে দ্বাপরের শেষ সময়ে চতুর্ভুজ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার নবীন নীরদ শ্যাম বর্ণ কলেবরে পীত বস্ত্র বিদ্যুৎ প্রায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার পদ্ম পলাশ লোচন দ্বয় ও তাঁহার ভৃকুটী

গঠিত কর্ণ দ্বয়ে মকর কুণ্ডল দ্বয় ও তিল ফুল গঞ্জিত নাসিকায় অলকা তিলকা শোভা পাইতে লাগিল। কণ্ঠে কস্তুভ মণি ও গলদেশে মালতির সুগন্ধি মালা ও বক্ষে শ্রীবৎস সুশোভা ধারণ করিতেছিল। আজানু লম্বিত চতুর্ব্বাহুতে স্বর্ণ বলয় ও সৌগন্ধী চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আহা! তাঁহার চরণ কমল দ্বয় স্বর্ণ নুপুরে সুশোভিত হইয়াছে। সেই চরণ দ্বয় ভক্তের সংসার সাগরের ভেলা স্বরূপ, যাহা আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ এই ভব সমুদ্রের পরপারে গিয়াছে ও যাইতেছেন ও যাইবেন। ঐ চরণের অতুলনীয় শোভা ভিন্ন আর কি বলিব। ইত্যাকার প্রসন্ন বদন অদ্ভুত বালক নারায়ণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভে দৈবকী স্তব করিতে লাগিলেন। দৈবকী বলিলেন, যিনি অনন্ত অখিল বিশ্বরূপ লোক সমূহকে ধারণ করিতেছেন, তিনি এই দৈবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে তাত, আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। হে ভগবান আপনি চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন। দুরাত্মা কংস জানিতে পারিলে বিষম বিপদ ঘটাইবে। তখন ভগবান দ্বিভুজ হইলেন। বসুদেব দেখিলেন

বালকরূপী অবিনাশী পরমাত্মা হরি দৈবকীর কোলে স্থাপিত। দৈবকী বারম্বার পুত্রমুখ চুম্বন করিতেছেন। বসুদেব ঐ বালকরূপী হরিকে কোলে লইয়া নিজ জন্ম স্বার্থক জ্ঞান করতঃ বা'হর হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে দ্বারপালগণ যোগমায়ার প্রভাবে নি'দ্রত অবস্থায় ছিল। সেই সময় মেঘগণ মুষলধারে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব ফণ বিস্তার করিয়া বসুদেবের উপর ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। জানুকির সাহায্যে জানু পরিমিত জলে যমুনা নদী বসুদেব পার হইলেন। ঐ নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যশোদা রাণী সেই সময়ে এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। বসুদেব নিজ পুত্রকে শয়ন করাইয়া কন্যা গ্রহণ করিয়া নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ও কন্যাকে দৈবকীর অঙ্কে শায়িত করিলেন। তৎপর যশোদা জাগরিত হইয়া নীল পদ্মের ন্যায় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে অবলোকন করিয়া আনন্দে বারম্বার মুখ চুম্বন করত অনিমিষ নয়নে পুত্র মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বসুদেব গৃহে বালিকার রোদন শ্রবণে রক্ষীগণ মহারাজ কংসকে জানাইল

বলিল দৈবকীর সন্তান হইয়াছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ কংস দৈবকীর গৃহে উপস্থিত হইয়া যোগমায়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া শিলা পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বালিকা আকাশে বায়ুবির সহিত অষ্ট ভুজা মহৎরূপ ধারণ করতঃ উচ্চহাসী করিয়া রুষ্টা হইয়া বলিলেন রে কংস তোকে যিনি বধ করিবেন সেই পরম পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আপনার হিতের উপায় কর এই বলিয়া সিদ্ধগণ সেবিত সেই দেবী আকাশ মার্গে অন্তর্হিতা হইলেন। তৎপর কংস ভীত হইয়া প্রধান প্রধান অসুরগণকে ও মায়াবিনী পুতনাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন। আমার প্রাণনাশক শত্রু উৎপন্ন হইয়াছে। দৈবকীর গর্ভ সম্ভূতা বালিকা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছেন। অতএব পৃথিবীর বালকগণকে বধ করার চেষ্টা করাই সঙ্গত। বিশেষ যে বালক বলিবান তাহাকেই অগ্রে বিনাশ করা হইবে। কংস এইরূপ আদেশ করিয়া নিজ পুরীতে প্রবেশ করিয়া কারা গৃহ হইতে বসুদেব ও দৈবকীকে মুক্ত করিলেন ও ভীত চিত্তে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে বসুদেব [illegible] উপস্থিত হইয়া নন্দকে পুত্র লাভ জন্য

বড়ই আনন্দিত দেখিয়া বলিলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার একটী সুকুমার জন্মিয়াছে, ইহা অতি সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনারা এই রাজার অধীনে আর বাস করিবেন না, আপনারা নিজ গোকুলে শীঘ্র গমন করুন। রোহিনী গর্ভজাত আমার যে বালক আছে আপনি নিজের বালকের মত তাহাকেও রক্ষা করিবেন কংশ বালক বিনাশের চেষ্টা করিবেন এই স্থির হইয়াছে। বসুদেব কর্ত্তৃক এই কথা শ্রবণ করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সপরিবার সহ নিজ গোকুলে গমন করিলেন। গোপদের গোকুলে বাস কালীন কোন রজনীতে বালকঘাতিনী পুতনা রাক্ষসী ভগবান কৃষ্ণকে নিদ্রিত অবস্থায় বিষমাখা স্তন্য প্রদান করায় স্তনের ক্ষীর সহ ভগবান হরি পুতনার প্রাণ নাশ করিয়া ফেলিলেন।

তখন পুতনা মহাশব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইলে গোপ গোপীগণ আগরিত হইয়া দেখিলেন যে, মহা বিকটাকার পুতনার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছেন, তখন যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া হস্তে গরুর আঙ্গুল ধারণ করাইয়া বালদোষ অপনোদন করিলেন ও কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন হে

দেব দেবীগণ, আমার পুত্রকে রক্ষা করুণ নন্দগোপ কহিলেন, যাহার নাভিসম্ভূত হিরণ্যবর্ণ কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অখিলের ভূতের উৎপত্তি বীজ সেই হরি আমার পুত্রকে রক্ষা করুন। যশোদা শকটের নিম্নে দোলার উপরে কৃষ্ণকে শায়িত করিলেন, তখন গোপ গোপী-গণ সেইমত পুতনার মৃতদেহ দরশনে ভীত ও বিস্মিত হইলেন। কিছুকাল পরে কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া রোদন করতঃ চরণদ্বয় উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাহার পদ প্রহারে শকট উল্টাইয়া পড়িল এবং শকটহীন কুম্ভ ও ভাণ্ড সমূহ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন যশোদা হাহাকার ও রোদন করিতে ২ আসিয়া দেখিলেন, বালক কৃষ্ণ নির্ব্বিঘ্নে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে যশোদা আস্তে ব্যাস্তে কৃষ্ণকে কোলে লইয়া, স্তন পান করাইতে লাগিলেন ও বলিলেন, বাপ! তুমি কি কষ্ট পাইয়াছ, না ভয় পাইয়াই কি ক্ষুধায় রোদন করিয়াছিলে? ভগবানের সন্তোষার্থে স্নেহভরে নন্দরানী চুম্বন করতঃ আনন্দিত হইলেন।

আহা যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ও সংহারকর্ত্তা, যিনি কঠোর যন্ত্রণা নরক ও দুঃখত্রয়

নিবারণ করিয়া থাকেন তাহার আবার দুঃখ ও ভয় কি ? ধন্য যশোদার বাৎসল্য রস। তৎপরে গোপগণ বলিলেন এই শকট কে উল্টাইয়া ফেলিল। তখন বালকগণ বলিল, এই বালক রোদন করিতে করিতে পদ ছুটাইয়া শকট উল্টাইয়াছে। ইহা আর কেহ করে নাই। তখন গোপ গোপীসমূহ আরও বিস্মিত হইল। স্তন পানান্তে যশোদা কৃষ্ণকে নন্দের কোলে দিয়া পুষ্প ফল ইত্যাদি পূজোপকরণ দিয়া শকটের পূজা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুর শিশু কৃষ্ণকে দেখিয়া ধূলিজালে বিব্রত করতঃ কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইলে গোপ গোপীগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঐ অসুরের মৃতদেহ আকাশ হইতে পতিত হইল। অসুরের বক্ষোপরি হরি শায়িত আছেন দেখিয়া গোপ গোপীগণ সকলেই চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া রহিলেন তখন রোরুদ্যমানা বৎসহারা গাভী যেমন বৎস পাইলে আনন্দিতা হইয়া আপন বৎসকে স্তন-পান করাইয়া থাকে তদ্রূপ রোরুদ্যমানা যশোদা আনন্দিতা হইয়া কৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তনপান

করাইয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। হায়। যিনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবরূপে জগৎ সৃষ্টি, পালন ও নাশ করেন তাঁহার বিনাশের জন্য নির্ব্বোধ অসুরের চেষ্টা কেন ? তবে কিনা শত্রুভাবে কৃষ্ণ হস্তে মরিয়া মুক্তি-লাভ করা ইহাই উদ্দেশ্য হইতে পারে।

কোনদিন গোকুলে বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার সমূহ নিষ্পন্ন করিলেন, মহাতপা গর্গ নাম-করণের সময় জ্যেষ্ঠের নাম রাম ও কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ রক্ষা করিলেন অল্পকালেই বালকদ্বয় হামাগুড়ি দিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন; তখন বালকদ্বয় গোময় ও ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; সেই সময়ে যশোদা বা রোহিণী কেহই তাহাদের নিবারণ করিতে পারিতেন না। বালকদ্বয় কখনও গোগৃহে কখনও গোবৎস গৃহে সদ্যোজাতঃ গোবৎসের পুচ্ছধারণ করিয়া আকর্ষণ করতঃ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ ক্রীড়াশীল বালকদ্বয়কে যশোদা কোনপ্রকারে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে কৃষ্ণকে বৎসল্য করতঃ উদুখলে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া

বলদেব প্রভৃতি রাখালগণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বলিলেন মাগো যশোদে কৃষ্ণ অদ্য মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন; ক্ষীর সর নবনী ভক্ষণ না করিয়া মাটী খাওয়া কি ভুবা নয়? তখন যশোদা ক্রোধিতা হইয়া বলিল গোপাল! কিজন্য মাটী খাইলে? বড় দুষ্ট হইয়াছ, এখন প্রতিফল দেই বলিয়া হস্ত ধারণ করতঃ চপটাঘাত করিতে উদ্যত হইলে ভগবান কৃষ্ণ মুখব্যাদন করিয়া দেখাইলেন ও বলিলেন মাগো আমি মাটী খাই নাই, সকল রাখালেরা মিথ্যা বলে তখন যশোদা দেখিলেন কৃষ্ণের মুখবিবরে চতুর্দ্দশ ভুবন স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে সমস্তই যশোদা বিস্মিতা হইয়া মনে করিলেন গোপাল আমার সামান্য মানুষ নয়, সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, এই চিন্তা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক স্তুতি করিতে উদ্যত হইলে ভগবান কৃষ্ণ বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা যশোদাকে ভুলাইলেন; তখন যশোদা কৃষ্ণকে মানুষ পুত্র বোধে মুখ চুম্বন পূর্ব্বক কোলে লইয়া ক্ষীর সর নবনী খাওয়াইতে লাগিলেন, ও বলিলেন আমার ক্রোধে কি ভয় করিয়াছ? বাপ! কোন ভয় নাই। হায়! যিনি ভবভয় হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে সক্ষম

তাঁহার আবার ভয় কি ? কেননা যিনি ত্রিতাপ হইতে ভক্তকে মুক্ত করেন তাঁহাকেও তাপ প্রদান করিতে যশোদা সক্ষম। ধন্য যশোদার ভক্তিবল ! একদিবস অগ্নি প্রবল বেগে বন সমস্ত দগ্ধ করিয়া গোপাল-দিগকে দগ্ধ করিতে নিকটবর্ত্তী হইলে চতুর্দ্দিকে বেড়া আগুন দেখিয়া গো-পালগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন ভগবান মধুসূদন ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অগ্নিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন তখন গোপাল দিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিলনা ; সচ্চিদানন্দ পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণ যাহাদের রক্ষক ও আশ্রয় তাহাদের আবার প্রবল বনাগ্নির ভয় কি ? তাহাদের পাপী দণ্ডকারী যমের জন্যও সে ভয় নাই ।

কোন সময় পিতামহ ব্রহ্মা গোষ্ঠে আগমন করিয়া গোবৎস ও রাখালগণকে হরণ করিয়াছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্যামী সমস্ত অবগত হইয়া গোবৎস ও গোপাল সমস্ত সৃষ্টি করিয়া গৃহে গমন করিলেন। এক বৎসর পর ব্রহ্মা ভয়ে কাতর হইয়া গোপাল ও গোবৎসাদি সহ ভগবান কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সকল গোবৎস ও রাখালাদি প্রদান করিয়া

হে অবিনাশী আদি পুরুষ কৃষ্ণ। এইপ্রকার নানারূপ স্তুতি করিয়াছিলেন। যাঁহার হিরণ্ময় নাভিকমল হইতে ঐ কমলযোনী সৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহার ঐ প্রকার সৃষ্টি করা অসম্ভব কি?

কোন সময় কৃষ্ণ ও বলভদ্র গোপগণের সহিত মধুমাখা গীত ও নৃত্যে রত হইয়া ময়ুরপুচ্ছে বিবিধ বন সৌগন্ধি পুষ্প সমুহ দ্বারা সুসজ্জিত ও কখনও পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেন। কখনও বা কোন গোপ গান করিতেছে তাহারই প্রসংশা করিতে লাগিলেন; ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে উভয় ভ্রাতা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সমবয়স্ক গোপ বালকগণের সহিত যথাসময় সহানন্দ রাম কৃষ্ণ সৌহার্দ্দ ভাবে মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন; সন্ধ্যাকাল হইলেই গোবৎস ও গোপালগণ সহ ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। একদা রাম ব্যতীত কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যমুনাতীরে গমন করিলেন; এবং গোপালগণের সহিত বনকুসুমের মালায় বিভূষিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান যমুনা মধ্যে কালীয়নাগের বিষাগ্নিসন্তপ্ত বারি ও ভীষণ কালীয় হ্রদ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, ও দেখিলেন ঐ হ্রদের জলপান করিয়া

বহু জন্তু প্রাণ হারাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; ও হ্রদের বিষাগ্নিতে বহু পাদপ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্যু মুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দেখিয়া ভগবান কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কারণ ঐ জলপান করিলে গোগণ ও গোপ গোপীগণ প্রাণহারা হইতে পারেন, বিবেচনায় কৃষ্ণ প্রাণীদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এক কদম্ব বৃক্ষোপরি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ হ্রদ মধ্যে পতিত হইলেন ও বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন, সেই শব্দ শ্রবণে চক্ষু রক্তবর্ণ করতঃ বহুসর্পে দলবদ্ধ হইয়া দুষ্ট বিষজ্বালাকুল ফনাবিশিষ্ট নাগরাজ কালীয় শীঘ্র আগমন করিয়া ও তাহার সঙ্গে অতি বিষধারিনী নাগিনীগণ ও উপস্থিত হইল তখন কুণ্ডলীকৃত দেহে নাগ ও নাগিনীগণ কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজ্বালা পরিপূর্ণ মুখ দ্বারা কৃষ্ণকে দংশন করিতে লাগিল. এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপগণ ব্রজে আগমন করিয়া নন্দাদি গোপ ও যশোদা রোহিনী আদি গোপীকে বলিলেন অদ্য সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখুন কৃষ্ণ কালীয় হ্রদে পতিত হইয়া সর্প কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন, আপনারা গমন

করিয়া দেখুন ও উপায় করুন, নন্দ প্রভৃতি গোপ ও
যশোদা প্রমুখ গোপীগণ সেই অমঙ্গল সূচক বাক্য
শুনিয়া ত্বরিত পদে সেই কালীয় হ্রদের তীরে
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নাগ ও নাগিনীগণ ফনা
বিস্তার করিয়া কৃষ্ণকে দংশন ও বেষ্টন করিয়া,
গর্জ্জন করিতেছে, তখন কেবল কৃষ্ণের অরবিন্দ সদৃশ
ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ দেখা যাইতেছে সেই সময়
রোদন করিতে করিতে যশোদা বলিলেন হে বলভদ্র
শিবের আরাধনা করিয়া নীলমনি লাভ করিয়াছি সেই
নীলমনি কি আজ কালীয়নাগের শিরোমনি হইল?
তখন করযোড়ে যশোদা কহিলেন হে শঙ্কর! আমি
তোমার দাসী উপস্থিত বিপদ হইতে আমার পুত্রকে
মুক্ত করুন নইলে আমি এই কালীয় হ্রদে জীবন
বিসর্জ্জন দিব, হে হর, আমার কৃষ্ণগত প্রাণ রক্ষা
কর? এই বলিয়া কৃষ্ণমুখ নীরিক্ষণ করিয়া চিত্র-
পুত্তলিকার মত যশোদা দণ্ডায়মানা রহিলেন তখন
রোদন করিতে করিতে নন্দ মহারাজ বলিলেন,
হে রাম! আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই মহাহ্রদে
প্রবেশ করি; ব্রজের সর্ব্বস্বধন কৃষ্ণ বিহীন হইয়া
আমাদের আর ব্রজে যাওয়া উচিত নয়, সূর্য্য বিনা

দিবা কি? আর চন্দ্র বিনা রাত্রি কি? বৃষ বিনা গাভী কি? এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজই বা কি? যেমন বারি বিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিহীন হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিবনা। এই বলিয়া নীল অরবিন্দ সদৃশ কৃষ্ণমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন, শ্রীদাম সুদাম আদি কৃষ্ণ সখাগণ বলিলেন যেখানে ইন্দিবর নীলনিভ কান্তি হরি নাই সে মাতৃ-গৃহে যে প্রীতি আছে ইহা অতি বিস্ময়ের কথা। প্রফুল্ল পদ্মকান্তিলোচন হরিকে না দেখিয়া আমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিব? অত্যন্ত মধুর আলাপ দ্বারা যিনি সকলের মন হরণ করিয়াছেন সেই পুণ্ডরী-কাক্ষ বিনে আমরা গোবৎস সহ আর গোকুলে গমন করিবনা, এইরূপ বলিয়া রাখালগণ কৃষ্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তখন নন্দ যশোদা ইত্যাদি গোপ-গোপীগণকে শোকে কাতর দেখিয়া কমলাক্ষ বলরাম কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া অবগত নহ? নিরর্থক কেনই বা মানুষ ভাব প্রকাশ করিতেছ; এ জগতের আশ্রয়বার্ত্তা অপহর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ত্রৈলোক্য মধ্যে তুমিই ত্রয়ীময়; হে অচিন্ত্যরূপিন! ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বী, বসু আদি ও গরুৎ

আদি ও সমস্ত যোগীগণ কর্ত্তৃক তুমিই চিন্তিত হইতেছ; পৃথিবীর ভার হরণ জন্য তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি তোমার অগ্রজ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি।

হে ভগবন! তুমি মনুষ্যলীলা ভজনা করিতেছ এই সমস্ত সুরগণ তোমার লীলার অনুকরণকারী হইয়া গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়াছে; তুমি লীলার জন্য সুরাঙ্গনা সমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া নিত্য-পুরুষ হইয়া পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! গোকুলে গোপ গোপীগণই তোমার বান্ধব, কি জন্যই তুমি বিষণ্ণ বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ, এখন দুষ্ট কালীয়নাগকে দমন করিয়া গোপ গোপীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর? রাম কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া সহাস্য বদনে কৃষ্ণ বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক ভোগবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন এবং উভয় হস্তদ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফনা নোয়াইয়া অবনত মস্তক সর্পের উপর আরোহণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন; কৃষ্ণের চরণদ্বয়ের প্রহারে নাগরাজের ফণায় ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইল। নাগরাজ যেদিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে

লাগিল সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল। নাগরাজ কৃষ্ণের দণ্ড পাত সদৃশ রেচকাক্ষ গতিতে বিশেষ রূপে মূর্চ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল। হে ভক্তগণ। আপন হৃদয় মাঝে অবলোকন করুন, ঐ কালীয় নাগের মস্তকোপরি ভগবান নৃত্য আরম্ভ করিলে পর কিরূপ শোভা হইয়াছিল নীল জলে নীল ফণা পরি নীল রতন কৃষ্ণ সুশোভিত হইয়া ছিলেন। তখন গোপ গোপীগণ নৃত্য; দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, নাগরাজের মস্তক ভগ্ন হওয়ায় আস্য হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে ও তাহার মৃত্যু নিকট বোধে তাহার পত্নীগণ রোদন করিতে করিতে মধুসূদনের শরণাগত হইল এবং বলিল হে ভগবণ কৃষ্ণ তুমি সকলের আদি ঈশ এবং অচ্যুত যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতির্মধ্যেস্থিত দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ তুমি তাহরই অষ্টমাংশ। হে পরমেশ্বর। দেবগণ অনন্ত শিব প্রভৃতি যাহার স্তব করিতে অক্ষম আমরা স্ত্রীলোক তাহর স্বরূপ কি প্রকারে বর্ণনা করিয়া স্তুতি করিব? হে ভগবন! অপরাধ মার্জ্জনা করুন হে দেব দেব ঈশ! আমরা তোমার শরণাগত হইলাম আমাদের পতির প্রাণ-ভিক্ষা প্রদান করিয়া

ভক্তবৎসল নাম রক্ষা করুন; হে ভগবান! এই স্থান এখনই পরিত্যাগ করিতেছি আমাদের স্বামীকে রক্ষা করুন, এই প্রকার বারম্বার বলিয়া নাগিনীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। নাগিনীগণের স্তুতি বাদে ভগবান কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করিলে ক্লান্তহেতু আশ্বস্ত হইয়া নাগরাজ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন হে ভগবান কৃষ্ণ! আপনি প্রসন্ন হউন আরও বলিল হে নাথ নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাহার স্বাভাবিকবল আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? তুমি পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরেরও আদি হে পরাত্মক! প্রকৃতি তোমাহইতেই পরিচালিত, যিনি পর হইতেও পর আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব! এই প্রকারে নাগরাজ বহুক্ষণ ভক্তিভাবে নানাবিধ স্তব করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া কহিলেন হে সর্প তুমি কখনই এই যমুনার জলে থাকিওনা ভৃত্য ও পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্র সলিলে গমন কর? সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিলে সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবেন না। ভগবান কৃষ্ণ এই আজ্ঞা করিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন নাগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ ভৃত্য, অপত্য,

বান্ধব ও সমস্ত পত্নীগণ সহ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বকীয় হ্রদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিল। তৎপরে সমস্ত গোপ গোপীগণ পুনরাগত মৃতের ন্যায় কৃষ্ণকে পাইয়া আলিঙ্গন ও কেহ কেহ চুম্বন করিয়া নেত্র জল ধারণ করতঃ হর্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ও কোন কোন গোপ গোপীগুণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করতঃ বড়ই হৃষ্ট হইয়া বিস্মিত চিত্তে অক্লিষ্ট কর্ম্মা কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ও কৃষ্ণ চরিত্র উল্লেখে গোপীগণ গান করিতে লাগিলেন পরে সকলে আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

কোন সময়ে গোপগণ সহ বলরাম ও কৃষ্ণ তাল বনে উপস্থিত হইলে, গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক নামীয় দৈত্য ঐ বনে বাস করিত, পক্ক তাল সমস্ত দর্শনে গোপ বালকগণ বলিল হে রাম, হে কৃষ্ণ! আমরা তাল ফল খাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তখন ভগবান রাম ও কৃষ্ণ ঐ ফল সমস্ত পাড়িতে আরম্ভ করিলে দুরাত্মা গর্দ্দভাসুর ক্রোধভরে আগত হইয়া পশ্চাতের পাদ দ্বয় দ্বারা বলরামের বক্ষস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। তখন বলভদ্র তাহার পাদ দ্বয় ধারণকরতঃ

আকাশে ঘুরাইয়া তাল বৃক্ষে আঘাত করিলে ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, ঐ বার্ত্তা অবগত হইয়া সমাগত অন্যান্য দৈত্য গর্দ্দভগণ উপস্থিত হইলে রাম ও কৃষ্ণ তাহাদিগকে ঐ প্রকার বধ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন গোগণ নব্য তৃণ শস্য সমূহ আনন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল, ও গোপ বালক গণ সহ রাম ও কৃষ্ণ তাল ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনুচরের সহিত সেই ধেনুকাসুর বধ হইলে রাম কৃষ্ণ ও গোপগণ ভাণ্ডীর নামক বট বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই খানে তাহারা নানারূপ ক্রীড়ারম্ভ করিলেন সেই সময় নবীন শৃঙ্গোদগম কালে বালক বৃষভগণ যেপ্রকার শোভাশালী হয় সেই প্রকার ঐ বালকগণ শোভাধারণ করিয়াছিলেন। এমন সময় প্রলম্ব নাম একজন অসুর মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া খেলা করিতে করিতে বলরামকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, বলভদ্রের ভারে নিপীড়িত হইয়া অসুরবর হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুর মূর্ত্তি ধারণ করা দেখিয়া রাম ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু হইয়া অসুরের মস্তকে মুষ্টাঘাত করিলেন, ঐ আঘাতে অসুরের নয়ন দ্বয় বাহির হইল

ও রুধির বমন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, অনন্তর অদ্ভুত কর্ম্মা বলদেব কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুর বধ হইলে গোপালগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

এক দিন বকাসুর বালকদিগকে গিলিবার নিমিত্ত গোষ্ঠে উপস্থিত হইলে ভগবান হরি ঐ বকের দুই চঞ্চু দুই হস্তে ধারণ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তখন বালকগণ ঐ বৃহদাকার বকাসুরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

ব্রজে রাম ও কৃষ্ণ এই প্রকার ব্যবহারে আশক্ত ছিলেন এমন অবস্থায় বর্ষাকাল অতিবাহিত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত হইল।। কোন দিন কৃষ্ণ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গোপগণ ইন্দ্র দেবরাজের তুষ্টির জন্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়াই ভগবান বলিলেন হে মহাত্মা গোপগণ, আপনারা কি যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন, তখন নন্দ গোপ বলিলেন বৎস। কৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তোষার্থ এই যজ্ঞের উদ্যোগ হইতেছে ; ইন্দ্র কর্ত্তৃক মেঘ চালিত হইয়া "বৃষ্টি হইলে তৃণাদি" উত্তমরূপে জন্মে তদ্দারা, গোগণ হৃষ্টপুষ্ট হইলেই পর বহু দুগ্ধ হইলে তদ্দারা গোপগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

এইবাক্য শ্রবণেভগবান ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইবার জন্য বলিলেন হে পিতা আমারা কৃষিকর্ত্তা বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী নহি; আমরা বনচর গাভীগণই আমাদের দেবতা এবং গাভীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন, যে, যে বিদ্যা দ্বারা প্রতিপালিত সেই তাহার মহতী দেবতা তাঁহারই পূজা করা উচিত; কারণ সেই তাহার মহোপকারক যে ব্যক্তি এক ব্যক্তির দ্বারা ফল লাভ করতঃ অন্যের পূজা করিয়া থাকে ইহকালে বা পরকালে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বন ও পর্ব্বত আমাদের গতি এই জন্যই অদ্যাবধি এই ইন্দ্র যজ্ঞকে গিরি যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করুন, ইন্দ্রের পূজার কোনই আবশ্যক নাই; অতএব গিরি গোবর্দ্ধন ও গাভীর পূজা করাই গোপদিগের কর্ত্তব্য; গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা; নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কৃষ্ণের মধুমাখা বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে সাধু সাধু এই বাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নন্দ গোপ প্রভৃতি বলিলেন তুমি যাহা বলিলে তাহাই আমরা করিব। গিরি যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক অনন্তর ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের বাক্যানুসারে গিরি যজ্ঞারম্ভ করিলেন এবং দধি পায়স ইত্যাদি

নানাবিধ উপহার দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন এবং শত সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন ও অন্যান্য অভ্যাগতকে প্রচুর ভোজন করাইলেন অনন্তর অর্চ্চিত গাভীগণ ও বৃষভগণ সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল গিরির শিখর দেশেও ভগবান কৃষ্ণ আমি শৈল এই বলিয়া বিচিত্র মূর্ত্তি, ধারণ করিয়া গোপ শ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। অন্যরূপ বিশিষ্ঠ স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তনুকে গোপগণের সহিত গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে পর, সেই ভগবান গিরিদেব অন্তর্হিত হইলেন, তৎপরে গোপগণও গিরি মহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন।

এই প্রকারে সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা সমাপিত হইলে দেবরাজ অবগত হইয়া মহাক্রোধে সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণকে ডাকিয়া বলিলেন তোমরা গোকুলে যাইয়া সপ্তাহ কাল অতিশয় বারি বর্ষণ কর। আমিও তোমাদের সহিত গমন করিয়া বজ্র দ্বারা গোপ কুলকে নির্ম্মূল করিব গোপেরা আমাকে অবমাননা করিয়াছে শতক্রতুর আজ্ঞায় মেঘগণ গোকুলে

ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন করত আগমন করিয়া ঝঞ্ঝাঘাত সহকারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক গিরির উপরে বজ্রপাত হইতে লাগিল। তখন গোগণ হাম্বারব করত দৌড়িতে লাগিল, গোপাল ও গোপ গোপীগণ ভয়ে অতিশয় কাতর ও কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল সেই সময় এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন সৃষ্টি লোপের জন্যই মেঘগণ গর্জ্জন ও বারি বর্ষণ করিতেছে। গোপ গোপীদিগকে রোদন করিতে দেখিয়া দয়াময় মধুসূদন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উঠাইয়া এক হস্তে ধারণ করিলেন। তখন গো, গোপ গোপী ও গোপালগণ প্রাণভয়ে গিরির তলভাগে উপস্থিত হইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন; ও কৃষ্ণকে বারংবার ধন্যবাদ দিয়া নানা প্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন সপ্তাহ কাল এবম্প্রকারে বর্ষণ করাইয়া ও বজ্র দ্বারা গিরির স্থানে স্থানে বিদীর্ণ করায় ভগবানের ইচ্ছায় ইন্দ্র কর্ত্তৃক গোপদিগের কিছুই অহিত সাধন না হওয়ায় বজ্র ধর ইন্দ্র আশ্চর্য্য জ্ঞানকরিয়া ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন ঐ সমস্ত ভগবান হরির লীলা। তখন সেই বজ্রপানি লজ্জিত ও ভীত হইয়া পাদচারে ভগবান কৃষ্ণের নিকট

উপস্থিত হইয়া বলিলেন হে কৃষ্ণ। তুমি যে মানব লীলা করিতে গোকুলে আবির্ভূত হইয়াছ ইহা আমি অবগত ছিলামনা, গোবর্দ্ধন ধারন করা তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য কি? তুমি সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া শেষ নাগরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিতেছ, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে এই জগৎ সৃষ্টি পালন ও বিনাশ করিয়া থাক তুমিস্বগুণ, নির্গুণ আরকিছু থকিলে তাহাও তুমি। তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই তোমাভিন্ন জীবের যাহা বোধহয় সেই ভ্রমই মায়া ইত্যাদি নানা প্রকার করযোড়ে স্তব করিয়া প্রণাম পুর্ব্বক দেবগণ সহ অসুর মর্দ্দন ইন্দ্র অদৃশ্য হইলেন তখন গোপ গোপী গোপাল ও গোগণ ঐ পর্ব্বতের তলদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পান ভোজনাদি করিয়া গোচারন করত গোকুলে বিচরন ও কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একদিবশ অঘাসুর নামে একজসুর অতিবড় অজাগর সর্প রূপ ধারণ করিয়া গোপাল গণকে শ্বাসদ্বারা আকর্ষণ করিয়া উদরস্থ করিলে ভগবান হরি তদৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের মুখেপ্রবেশ করিয়া সর্পের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত বিনাশ করিলেন। দেখিলেন গোপাল দেরপ্রাণনাই; তখন সেই আদি পুরুষ হরি গোপাল

গণকে পুণর্জ্জীবিত করিলেন। কারণ যিনি সর্ব্ব শক্তি মান পুরুষ তাঁহার গোপালগণের প্রাণ দান করণ শক্তি অবশ্যই হইতে পারে যিনি স্ত্রীগণের গর্ভে জীবের প্রাণদান করেন তাঁহার গোপাল গনকে পুনর্জ্জীবিত করা আশ্চার্য্য কি ?

এক দিবস দূরবনে গোপালগণ ক্ষুধিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিল হে কৃষ্ণ বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে; তখন ভগবান মুনি দিগের যজ্ঞস্থলী হইতে চাহিয়া অন্ন আনিবার আদেশ করিলে গোপালগণ মুনিগণের নিকট অন্ন প্রার্থী হইলে মুনিগণ কর্ণপাতও করিলেন না কিন্তু তখন মুনিপত্নীগণ প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া ভক্তিভাবে কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রদান করিয়া ছিলেন; ভগবান ঐ মুনি পত্নী গণকে প্রণাম পূর্ব্বক সাদরে ঐ অন্ন গ্রহন করিয়া গোপালগণকে ভক্ষণ নিজেও ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণীগণ ভগবানকে নানা প্রকার স্তুতিবাদ করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ গমন করিয়াছিলেন যদিচ ঐ মহিলাগণ জানিতেন যে কৃষ্ণ আদিপুরুষ তথাপি বৈশ্য জাতীয় গোপ বালক কৃষ্ণ বিবেচনায় মুনি পত্নীদিগের প্রণাম করা কর্ত্তব্য নয় স্থির হইয়াছিল জন্যই আশীর্ব্বাদ করিয়া

ছিলেন, কৃষ্ণও তাহাদিগকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

গোষ্ঠে ভগবাণ কৃষ্ণ বংশী বাজাইতেন ও গোপাল গণ কেহ কেহ শিঙ্গা ও কেহ কেহ বেণু বাজাইতেন ও গান করিতেন এবং নৃত্য করিতেন, কখনও ভগবান বৃষের যুদ্ধের ন্যায় বালক গণেরসহিত খেলা করিতেন ও বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেন, কখনওবা ময়ূরের ন্যায় কেকাবর করিয়া নৃত্য করিতেন, কখনও বা মল্লদিগের আচরিত ব্যয়াম করিতেন।

কখও বা বন পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গাথিয়া গলে পরিতেন, কখন বা গোপালদের স্কন্ধে উঠিতেন কখনও বা গোপালদিগকে স্কন্ধ করিয়া দৌড়াইতেন কখনও বা গোপালদের উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেন কখনও বা গোপালদিগকে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেন। কখনও গোধন ও গোবর্দ্ধন বা বন্ধন করিতেন কখনও গোপালদিগের সহিত নানাপ্রকার খেলা খেলিতেন, ইহাই দর্শন করিয়া নন্দ উপানন্দ ও শানন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ বড়ই আনন্দিত হইয়া হাসিতেন ও বলিতেন হে গোপালগণ ভাস্কর অস্তাচলে যাইতেছেন, চল সকলে আমরা গৃহে গমন করি, তখন গোগণকে একত্রিত করিয়া বংশী ও শিঙ্গার

রবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া গোগণ সহ ভগবান কৃষ্ণ ও গোপালগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। ভগবান হরি এইপ্রকারে প্রত্যহ গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে লীলা করিয়াছিলেন। হরির লোকবৎ লীলা ও ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণকরা এবং পৃথিবীর ভারহরণ করাই উদ্দেশ্য জন্যই বসুদেব নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

যে সময় গোপালগণ গোষ্ঠে যাইতেন ও আসিতেন ঐ সময় পূর্ণ যৌবনা যুবতী গোপীগণ কৃষ্ণ রূপ দর্শনে কামে বিহ্বল হইয়া অনিমেষ নেত্রে কৃষ্ণের নবজলধর কান্তি অবলোকন করিতেন, যে রূপ হৃদিস্থ পরমাত্মাকে অনুভব দ্বারা যোগীরা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন সেই প্রকার গোপীরা কামোন্মত্ত চিত্তে ভগবান হরিকে শয়নে স্বপনে ও জাগ্রতাবস্থায় হৃদয়স্থ জ্ঞান করিতেন।

একদিবস গোষ্ঠে একবৃষরূপী অসুর কৃষ্ণকে বিনাশ করার জন্য বিশাল বিষাণ নীচু করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলে কৃষ্ণও ঈষদ্ধাস্য করিয়া ঐবৃষের শৃঙ্গধারন করতঃ তাহার কুক্ষিদেশে জানু দ্বারা প্রহার করিলেন ও জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অসুরের গলদেশ মোচড়াইয়া—

দুর্ব্বল করিলেন তখন ঐ বৃষাসুর হীন বল হইয়া রক্ত বমন করতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল দেখিয়া দেবগণ কৃষ্ণোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এক দিন নন্দঘোষকে বরুণের অনুচরগণ যমুনা-স্নান করিতে ধৃত করিয়া বরুণালয়ে লইয়া যায়, অন্তর্যামী হরি অবগত হইয়া বরুণালয়ে উপনীত হইলেন—তখন বরুণদেব বলিলেন হে ভগবন। আপনাকে দর্শন জন্য আপনার পিতা নন্দকে আনিয়াছি! আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে তাহা মার্জ্জনা করুন। তখন ভগবান নন্দ সহকারে আবার গোকুলে নিজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

যৌবন কাল উপস্থিত হইলে একদা ভগবান কৃষ্ণ এক কদম্ব বৃক্ষে আসীন হইয়া দেখিলেন যে, যুবতী গোপাঙ্গনাগণ তীরের উপর বস্ত্র রাখিয়া উলঙ্গিনী হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন, কৃষ্ণ তখন ঐ বৃক্ষ হইতে নামিয়া বস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া পুনরায় বৃক্ষে উত্থিত হইয়া, হা! হা! শব্দে হাসিতে লাগিলেন তখন যুবতীগণ উপরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন বস্ত্রনাই কেবল নবঘন বিনিন্দিত কৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষোপরি হাসিতেছেন; তখন গোপীরা অনুপায়

দেখিয়া বলিলেন হে বস্ত্র চোর। অনেক দিন হইল তুমি আমাদের মন প্রাণ হরণ ক'রেছ, এখন কেবল যৌবন বাকী; তুমি কি তাহাই প্রার্থনা কর ? আমরা দেবী কাত্যায়ণীর নিকট তোমাকে লাভ করিব বলিয়া ব্রত করিয়াছি তাহারই কি ফল অদ্য ফলিবে ? তুমি যাহা চাও আমরা তোমাকে তাহাই দিব, দিবাভাগে তোমার নিকট উলঙ্গিনী হইয়া কিরূপে বস্ত্র গ্রহণ করিব। তুমি বস্ত্র প্রদান কর, অদ্যই রজনীতে তোমার ও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক, আর চাতুরি করিও না, তখন ভগবান বলিলেন হে যুবতীগণ, তোমরা যদি আমাকেই ভজনা করিবে তবে লজ্জা কেন ? তোমরা তীরে উপস্থিত হইয়া এই বৃক্ষের নিকট আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর, ও দেবী কাত্যায়ণীকে যোড় হস্তে প্রণাম কর ? তখন গোপীরা অতিশত কামাতুরা হইয়া এক হস্তে যোনি ও অন্য হস্তে স্তন আবরণ করিয়া কদম্বতলে উপস্থিত হইলেন তখন কৃষ্ণ বলিলেন দেবী কাত্যায়ণীকে প্রণাম কর ? তাহাহইলেই ব্রতের ফল লাভ হইবে। তখন হাস্যবদনী গোপিকাগণ হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া যোড় হস্তে কাত্যায়ণীকে নমস্কার করিলেন ও কৃষ্ণের

অরবিন্দ মুখপানে চাহিয়া কামাতুরা হইয়া বলিলেন এই দেখ আমরা উলঙ্গিনী, এই বলিয়া বস্ত্র সমস্ত কৃষ্ণ হইতে লাভ করিয়া হাহা শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন আমরা অদ্য রজনীতে বন মধ্যে যাইয়া তোমাকে উপপতি করিব, অদ্য হইতেই দেহ প্রাণ মন তোমাতেই নিবেদন করিলাম, এই বলিয়া গোপাঙ্গনাগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

তৎপর কার্ত্তিক-পূর্ণিমার চন্দ্র অবলোকন করতঃ ভগবান কৃষ্ণ কামাতুর হইয়া আত্ম নিবেদনকারী যুবতী গোপিকাদিগের মানস পূর্ণ-করার নিমিত্ত নিবিড় নিকুঞ্জ বনে উপস্থিত হইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক ভক্ত-গোপীদিগকে সংকেতে আহ্বান করিতে লাগিলেন, গোপ বধূগণ স্ব স্ব কার্য্য উপেক্ষা করিয়া করিনীগণ যেমন কামে মত্ত হইয়া কামোন্মত্ত করীবরের নিকট দ্রুত পদে গমন করে, তদ্রূপ ব্রজাঙ্গনাগণ বেণুর স্বর সাঙ্কেতে কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন, গোপিকাগণ ভক্ত বৎসল কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত কেহ কেহ গাভী দোহন ত্যাগে ও কেহ হেক চুলায় আবর্ত্তন দুগ্ধ রাখিয়াই ও কাহারও২ শিশু সন্তান স্তন পান করাইতে

করাইতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া এবং কেহ কেহ স্বামী শুশ্রূষা ত্যাগ করিয়া ও কেহ কেহ স্বামীর সহিত রতিক্রীড়া করিতেছিল তাহাও ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ কৃষ্ণকে লাভ আশায় উন্মত্তের ন্যায় কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সুসজ্জিত কেহবা অৰ্দ্ধ সজ্জিত কেহবা সজ্জিত না হইয়াই কৃষ্ণ সমীপে যাইতে লাগিলেন, গোপিগণের কৃষ্ণ প্রেমে এতই আসক্তি যে যেমন হরি ভক্তগণ তদ্গত চিত্তে কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরি প্রেমে ও হরি চিন্তায় মগ্ন হইয়া হরি সন্নিধানে গমন করে; সেই প্রকার কৃষ্ণানুরাগিনী গোপিনীগণ কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন গোপীরা কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বলা হইয়া এতই উন্মত্তা হইয়াছিলেন যে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিপর্য্যয় করিযা পরিধান করতঃ কৃষ্ণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কোন কোন গোপীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যাইতে নিষেধ করিলেও কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত গোপিণীগণ নিষেধ না মানিয়া হরিকে প্রাপ্ত হইবে আশায় কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন হরি

ভক্তের কোন কার্য্যের বিঘ্ন হয় না জন্য ভগবৎ কৃপায় গোপীরা কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা হইলেন। কোন কোন গোপী যাইতে না পারায় মনে মনে কৃষ্ণকে ধরিয়া আলিঙ্গন করতঃ অনেক জন্মের কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্তি হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণতেই লীন হইলেন। যে যে প্রকারে ভগবান হরিকে সতত চিন্তা ও শরণ করিলেই মুক্ত হওয়া যায়; ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত যত জীব আছে সমস্তই হরিকে ভক্তিভাবে চিন্তা করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। তৎকারণেই ঐ গোপীরা কামভাবে কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য কাম্য কর্ম্ম সমস্তই ত্যাগ করিয়া কামাতুরা হইয়া হরি সমীপে গমন করিয়াছিলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ বলিলেন সান্নিধান অপেক্ষা অতি দূরে থাকিয়া যে ভক্তগণ আমার গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং আমাকে চিন্তা করেন তাহার ভক্তি বৃদ্ধি পায় ও মন নির্ম্মল হয় এবং আমাকে প্রাপ্ত হয়; হে গোপীকাগণ আমাকে উপপতি করিলে মনেতে অবহেলাও হইতে পারে সেটী বড় দোষ; অতএব তোমরা গৃহে যাইয়া আমাকে ভক্তিভাবে

কর? আমাকে উপপতি করা কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম নয়। স্বামী শুশ্রূষা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। হে গোপীগণ, আমাকে স্নেহ করিয়া দর্শন জন্য আসিয়াছ দর্শন হইল এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া স্বামী, পুত্র ও বান্ধবগণের শুশ্রূষা কর? এই ঘোর বিপিনে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই ঘোর অরণ্যে ভূত, প্রেতের বাসস্থান, ভয় পাইতে পার, অতএব স্ব স্ব গৃহে গমন কর; উপপতি করিয়া কেন কুল ধর্ম্ম নষ্ট করিবে? ভগবান কৃষ্ণের এই অপ্রিয় বচন শ্রবণে গোপিকাগণ হতাশ্বাস হওয়ায় ঐ গোপীকার মুখকমল সমস্ত বিবর্ণ হইল যেমন হেমন্ত কালে কমল সমস্ত বিবর্ণ হয় তদ্রূপ হইল। নলিনীমুখী গোপিগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ও দুঃখে অভিভূত ও শুষ্কাধর হওয়ায় নয়ন পদ্ম হইতে মুক্তা ফলকের ন্যায় বারি বিন্দু সমস্ত পতিত হইতে লাগিল। দাড়িম্ব ও বিল্ব ফল এবং কমল সদৃশ গোপিগণের কুচনিচয়ে কুঙ্কুম ও বস্ত্র নয়ন জলে ভিজিতে লাগিল। তখন ভগবানের চতুঃপার্শ্বে গোপীরা উপবেশন করিয়া হেট মস্তকে চরণ দ্বারা ভূমি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন, সেই

সময়ে পূর্ণচন্দ্র তারাগণে বেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে তদ্রূপ শোভাশালী ভগবান কৃষ্ণ হইলেন। তখন গোপিকাসমূহ নয়ন বারি অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া গদগদ স্বরে ভগবান কৃষ্ণকে বলিলেন, হে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ স্বামী, পুত্র, জাতি, লজ্জা, ভয় ও কাম্য কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমরা গোপিকা সমূহ তোমাকে ভজনা করিব বলিয়া আসিয়াছি, এখন আমাদিগকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত নয়, উপযাচিকা স্ত্রীকে কোন্ রসিক পুরুষ উপেক্ষা করে? উপেক্ষা করিলেও অধর্ম্ম হয়। হে নাথ আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি আত্মারাম আমরা জানি জন্যই তোমাতে আমরা রতি করিব, পতি, পুত্র, বিষয় দুঃখহেতু জানিয়া আমরা অতিশয় কাতরা হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, হে শরণাগত পালক! কামাগ্নির দাহ যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর? শরণাগতকে রক্ষা করাই সনাতন ধর্ম্ম, হে কৃষ্ণ তোমার নবঘন বিনিন্দিত অতুলনীয় রূপ দ্বারা গোপিদিগের মন হরণ করিয়াছ জন্য হস্ত কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নয় ও পদও ফিরিয়া যাইতে অক্ষম; হে কৃষ্ণ প্রসন্ন হও আমরা

তোমাকে উপপতি ভাবে লাভ করিয়া তোমার দাসী হইয়া সেবা করিব, আমাদের এই আশা ভঙ্গ করিয়া ত্যাগ করিলে আমরা এখনই তোমাকে প্রাপ্তি কামনা করিয়া এই গভীর যমুনা জলে জীবন, বিসর্জ্জন দিব তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মে অবশ্যই তোমাকে উপপতিরূপে লাভ করিব, কারণ উপপতি সহবাসে যেরূপ সুখোৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা স্বামী সহবাসে হইতে পারে না। তুমি কাম শাস্ত্রে পণ্ডিত বট, পরকীয়া ভাবে অতিশয় প্রেম হয় জন্য আমরা তোমাকে পরকীয়া ভাবে ভজনা করিতে আসিয়াছি, আর কি বলিব হে কৃষ্ণ তোমাকে যে যেরূপ ভাবে লাভ করিতে চায় সে তোমাকে সেইরূপ ভাবেই প্রাপ্ত হয়। হে কৃষ্ণ তোমার অধর সুধা পান প্রার্থী এই গোপিকাগণকে ঐ সুধাদান করিয়া চরিতার্থ কর? হে কৃষ্ণ তোমার অলকাবৃত বদন পানে পীনোন্নত পয়োধরা গোপী সমস্ত চাহিয়া রহিয়াছি, যদি পুনর্ব্বার চাতুরী বাক্য বল তবে নিশ্চয় যমুনায় ঝাপ দিয়া দেহ ত্যাগ করিব তাহা হইলে স্ত্রী হত্যার পাতকী হইবে সন্দেহ নাই। হে কৃষ্ণ যে দেহ দ্বারা কৃষ্ণ ভজনা হইল না সে দেহ ধারণ করিয়া ফল কি?

'আমরা মরিলে ভক্তবৎসল নামে তোমার কলঙ্ক হইবে, আমরাও জানি যে ভক্ত তোমাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করে তুমি তাহাকে সেই ভাবে ভজিয়া থাক তোমার জোড়াভ্রূ ও ঈষদ্ধাস্য বদন ও পদ্মপলাশলোচন দর্শন করিয়া আমরা কামোন্মত্তা হইয়া দাসী হইতে অভিলাষিনী হইয়াছি; আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর তোমার সুললিত গীত শ্রবণ ও বাঁশীর স্বরে কোন্ স্ত্রীর চিত্ত আকর্ষণ না করে? মনুষ্যের কথাদূরে থাকুক বৃক্ষ, লতা ও পশু পক্ষী তোমাকে দর্শন করিলে প্রেমে পুলকিত হইয়া থাকে, যেমন দেব দেবীগণের বিপদে রক্ষা করিয়া থাক সেইরূপ গোপীর পীনোন্নত স্তন যুগল হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া শৃঙ্গার করতঃ গোপিগণের কামানল নির্ব্বাণ করিয়া গোপীর প্রাণ রক্ষা কর? গোপীরা এই প্রকার বলিয়া কামোন্মত্তা হইয়া ভগবানের নব যৌবন অতি সুন্দর রূপ দর্শন করিয়া হরিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মানা হইলে কুচের কাচলী সমস্ত ও পিন্ধন বস্ত্র সমুদয় খসিয়া পড়িল তখন নব যৌবনা উলঙ্গিনী গোপিকাসকলের অবস্থা দেখিয়া ও ভাব বুঝিয়া ভগবান কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন, সেই সময়ে এক

এক গোপীতে এক এক কৃষ্ণ হইয়া ধারণ কর তঃ রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় গোপিকাসমূহের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, কখনও কৃষ্ণ উপরে কখনও গোপিকা উপরে স্থির হইয়া বিপরীত রত্যাতুরা হইয়া রতি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ও চুম্বনালিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এই প্রকারে গোপীকা সমস্ত ও কৃষ্ণ সমস্ত নানা প্রকারে কাম ক্রীড়া করিয়া দুর্নিবার কামানল নির্ব্বাণ করিলেন তৎপর গোপী ও কৃষ্ণ সমূহ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে নবপুষ্পে সুশোভিত হইয়া গাইতে ও নাচিতে লাগিলেন তখন গোপিকাগণকে সঙ্গে লইয়া ভগবান কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমণ করতঃ তৎপরে যমুনার জলে জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান হরি কোন কোন গোপিকে বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিলেন ও কোন কোন গোপীর কঠিন বিল্ব ফল সদৃশ্য স্তন ধারণ করিলেন ও কোন কোন গোপীর অধরে অধর সমর্পন করিয়া শৃঙ্গার করিলেন। এবং কোন কোন গোপীর মুখ হস্ত দ্বারা উপরের দিকে উঠাইয়া হাসাইতে লাগিলেন আবার কোন কোন গোপীকে

কামানলে পরিতুষ্ট। করিতে লাগিলেন ও কোন কোন গোপীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া বসাইয়া স্বয়ং বসিয়াই রমণ করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন ভগবান এইরূপ রাসলীলা করতঃ সকল গোপীকে জল মধ্যে ধরিয়া শৃঙ্গার করিলে গোপিদিগের প্রবল কামানল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; তখন কৃষ্ণ ও গোপিগণ জল হইতে উত্থিত হইলেন তৎপর গোপিসকল মনে করিলেন আমরা কৃষ্ণের আদরিনী হইয়াছি ও আমাদেরমত সৌভাগ্যশালিনী ত্রিজগতে আর কেহই নাই, ও ভগবান হরি আমাদের একান্ত অধীন হইয়াছেন এবং আমাদের মত ভক্ত শিব, নারদ ও প্রহ্লাদ এবং ধ্রুবও নহে, আমরাই মধুর ভাবের ভাবিকা প্রধান ভক্ত ইত্যাকার জ্ঞান করিতে লাগিলেন অন্তর্যামী ভগবান হরি গোপীর অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ অন্তর্হিত হইলেন তখন সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে অবলোকন না করিয়া গোপিকাগণ যুথপতিকে না দেখিয়া যেমন করিনীগণ রোদন করে সেই প্রকার রোদন করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ উন্মাদিনীর মত হইয়া বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষ সকলকে বলিতে লাগিলেন

হে বৃক্ষগণ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ্ম যব চিহ্নধারী হরিকে তোমরা কি দেখিয়াছ? তিনি কোথায় হরিণী ও ময়ূরগণকে বলিলেন, নন্দ নন্দনকে দেখিয়াছ? বেণুবাদনশীল সেই কৃষ্ণ কোথায়? কাঁদিতে কাঁদিতে গোপীদিগের চিত্তে আরও বিপরীত ভ্রম উপস্থিত হইল, তখন তাহারা কৃষ্ণ আচরিত কর্ম্ম সমস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ কেহ পুতনা রাক্ষসী হইলেন, কেহ বালক কৃষ্ণ হইয়া স্তন পান করিলেন তখন পূর্ব্বের গোপী চিৎকার করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িল ও কৃত্রিম মৃতের ভাব ধারণ করিলেন এবং কেহ শকট ভঙ্গ করিল কেহ কেহ রাখাল কৃষ্ণ, বলরাম হইয়া কতক গোপীকে গোবৎস বানাইয়া চারণ করিতে লাগিলেন, তৎপর কামাতুরা গাভী যেমন বৃষ অন্বেষণে ডাকিয়া নানাস্থানে দৌড়িতে থাকে সেই প্রকার গোপিকাগণ বৃন্দাবনের নানা স্থানে কৃষ্ণকে অণ্বেষণ করিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তৎকালে এক গোপীকা কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন সখিগণ এই দেখ কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ্ম যব চিহ্নসমূহ বৃহদাকারে অঙ্কিত পদ চিহ্ন, বোধ হয় কোন ভাগ্যবতীকে কৃষ্ণ স্কন্ধে

করিয়া দূর বনে লইয়া গিয়াছেন। যে সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িয়াছেন, তিনিই ধন্যা যাহাহউক সখীগণ সকলে আইস। ভগবানের এই চরণাঙ্কিত ধূলি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করি, তাহাহইলে যে পাপে আমরা কৃষ্ণকে হারাইয়াছি, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণকে পুনর্লাভ করিব। এই বলিয়া গোপীকাগণ কৃষ্ণের পদাঙ্কিত ধূলি সমস্ত বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিলেন। কোন গোপী বলিলেন বৃন্দাবনের যে পদরজ ব্রহ্মা ও সদাশিব এবং নারদাদি দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সদা মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন, আমরা সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণের চরণাঙ্কিত রজ ধারণেও কি পবিত্র হইবনা? এই বলিয়া ভক্ত গোপিকাগণ হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! এই উপপত্নীদিগকে দেখা দাও আমরা কামবানে দগ্ধ হইতেছি। অদৃশ্য হইয়া যেমন গোপীরা গর্ব্ব খর্ব্ব করিলে সেই প্রকারে আগমন করিয়া অনঙ্গের গর্ব্ব খর্ব্ব কর। অনঙ্গ আমাদিগকে বড়ই পীড়িতা করিতেছে। এই বলিয়া কেহ কেহ কৃষ্ণতে মন অর্পণ করিয়া কৃষ্ণালাপ করতঃ কৃষ্ণ গুণ স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন তোমার জন্য

আমরা ব্যাকুল হইয়াছি এমত স্থলে তোমার কপটা-চরণ করা কি যুক্তি সঙ্গত? তুমি যে সময় ধেনু লইয়া বনে যাও, সেই সময় আমরা মাতা কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনা করি যে প্রাণ তুল্য নন্দ নন্দন বনে যেন কুশলে থাকেন। কোন অসুর যেন বনে কোন বিপদ না ঘটায়। হে মা কাত্যায়নি! কৃষ্ণ যেন কুশাঙ্কুরে ও শীলাঘাতে ব্যথিত না হয়; এমন যে স্নেহের ধন তুমি কৃষ্ণ তোমা বিহনে কিরূপে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি? তোমার চিন্তায় দিন গত হইলে, গোধূলির সময় যখন গোষ্ঠ হইতে গোগণ লইয়া গৃহে গমন কর, সেই সময় অলকাবৃত তোমার মুখ পদ্ম গোচারণ রজে আবৃত দর্শন করিয়া কামাতুরা হইয়া তোমার ঐ মুখ পঙ্কজ কাম কটাক্ষে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করি, তুমি প্রাতে যে সময় সুসজ্জিত হইয়া গোষ্ঠে গমন কর, সেই সময় আমরা তোমার নব জলধর কান্তি নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করিয়া কামাতুরা হইয়া তোমাকে লাভ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি।

তোমার ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম রূপ দর্শনে কাহার না ইচ্ছা হয়। তোমাকে না পাইলে রাত্রি যোগে

জাগরণ করতঃ তোমার চরণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকি ও কাহারও পদ শব্দ শুনিলে তুমি আসিতেছ বিবেচনায় কপাট খুলিয়া তোমাকে না দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া আবার মন্দিরে গমন করতঃ তোমারই ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমরূপ রূপ ও চরণ চিন্তায় নিমগ্ন হই। অদ্য তোমাকে লাভ করিয়া আমাদের যেরূপ পূর্ণানন্দ হইয়াছিল, তেমনই আবার অদৃশ্য হইয়া নিরানন্দে ভাসাইলে কেন? বাঁশীর স্বরে অধিনীদিগকে বনে আনিয়া কি দোষে পরিত্যাগ করিলে। ভক্ত ও গোপ গোপীর মনোরথ পূর্ণার্থ তুমি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছ জানিয়াই আমরা দাসী হইয়াছি, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাই না। স্বামী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব, কাম্য কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার আশ্রয় লইয়াছি। ও তোমার ভোগ্যাও হইয়াছি, অর্থাৎ তোমার রমণেও সুখ লাভ করিয়াছি, এমত স্থলে আমাদিগকে ত্যাগ করা কি তোমার উচিত? বৃক্ষীগণও আপন স্ত্রীকে রক্ষা করে। অতএব হে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া এই গোপীগণের প্রাণ রক্ষা কর। যদিও কোন কারণে অপরাধিনী হইয়া থাকি তাহা ক্ষমা কর। এই রূপ বলিতে বলিতে গোপীগণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া

উচ্চৈঃস্বরে বিরহিনীর মত কাঁদিতে লাগিলেন গোপী-কার প্রেমভাব অতিশয় সুন্দর দেখিয়া ভগবান কৃষ্ণ দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া গোপীদিগের মধ্যে প্রকাশ হই-লেন। তখন মৃদু মৃদু হাস্য পঙ্কজ বদন শ্যামতনু পীতবসন পরিধান নানালঙ্কারে শোভিত শরীর সমস্ত গলায় মালতী পুষ্পের মালা কোটী কোটী কন্দর্প জিনিয়া কৃষ্ণ রূপ গোপিকাগণ দর্শন করিয়া ভগবা-নকে অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে বলিলেন, এই উপপত্নী গোপী দিগকে আর কখনও পরিত্যাগ করিওনা। আমরা তোমার বিরহ সহিতে পারিনা। এই বলিয়া গোপী-গণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া চতুস্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান, যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়া গোপীদিগকে রমণ করিতে লাগিলেন ও অতি জোরে শৃঙ্গার করাতে গোপিনীগণ কামচরিতার্থ হওয়ায় অতীব সন্তুষ্ট হইলে। গোপিকাগণ কুচ পদ্ম দ্বারা কবায় হরিকে বাহু দ্বারা বক্ষোপরি আরোহণ করাইয়া আবদ্ধ করিয়া চুম্বন করতঃ বলিলেন আর পলাইতে দিবনা। সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই তোমার সহিত শৃঙ্গার করিব। এই বলিয়া কৃষ্ণকে নিম্নে নিক্ষেপ করত গোপিকাগণ কৃষ্ণের উপর উঠিয়া বিপরীত

ভাবে রমণ করিতে লাগিলেন। গো
পাইয়াছেন, তখন ইচ্ছা মত নানাপ্রকারে কৃষ্ণকে
রমণ করাইয়া কামাগ্নি নির্ব্বাণ করতঃ কৃষ্ণগুণগান
করিতে লাগিলেন, শরচ্চন্দ্রের কান্তি অতিশয় রমণীয়
অবলোকন করিয়া গোপিকা সকল পূর্ণকাম হইয়া
যত গোপী তত কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করত মণ্ডলাকারে
দণ্ডায়মান হইলেন ও নাচিতে গাহিতে লাগিলেন
কোন গোপী সচন্দন তুলসীদল ও নানাবিধ পুষ্প ও
ক্ষীর সর মাখন প্রভৃতি উপচার দ্বারা ভগবানকে
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, তখন গোপিকা সমুহ
নব বারিদের কোলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ
করিয়াছিলেন, ঐ শোভা দর্শন করিয়া চন্দ্র কামবাণে
স্তম্ভিত হইলেন ও দেব দেবীগণ যাঁহারা রাস দেখিতে
আসিয়াছিলেন তাঁহারা পারিজাত প্রভৃতি নানারূপ
সুগন্ধ-কমল পুষ্প সমুহ কৃষ্ণ ও গোপীদিগের উপরে
বর্ষণ করিতে লাগিলেন তখন গোপিকাগণ চকোরী
যেমন চন্দ্রের সুধা পানে তৃপ্তিলাভ করে সেই প্রকার
কৃষ্ণ চন্দ্রের বদন সুধা তাম্বুল ভক্ষণ ও অন্ন
প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন; এইরূপ
ভাবে ভগবান কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলা করিয়াছিলেন

এখনও ঐরূপ রাসলীলা ধনবান ব্যক্তিগণ মাটীর পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকেন ও নৃত্য গীতাদি করাইয়া থাকেন। এইরূপ-ভাবে প্রত্যহ রজনীতে ভগবান হরি ভক্ত গোপিকা-দিগের মনোরথ পূর্ণ করিতেন।

পরীক্ষিৎ বলিলেন কৃষ্ণের পরস্ত্রী গমন করা যে শ্রবণ করিলাম, ইহাতে ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তখন শুকদেব উত্তর করিলেন, পরমেশ্বর কুকর্ম্ম করিলে দোষ হয়না। তেজস্বীকে অধর্ম্ম স্পর্শও করিতে পারেনা। দেখ সর্ব্বভুক্ অগ্নি সকল বস্তু দাহ করে তাহাতে কি তাহার কোন পাপ সঞ্চয় হয়? ঈশ্বর যে নয় সে জীব যদি এই প্রকার কার্য্য করে তবে সেই মূঢ় অধঃপাতে যায়। মহাদেব বহু বিষ খাইয়াছিলেন বলিয়া যদি কোন মানুষ বিষ খায় তবে কি সে প্রাণে বাঁচে? কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া-ছেন তাহা কি কোন জীব করিতে পারে? দেহে যাহার অহঙ্কার নাই, তাহার কোন কর্ম্মের বিকার নাই, গোপীগণ ও পরমাত্মা মধুসূদন কৈশোর বয়ঃক্রম সম্মানিত করত রাত্রি যোগে রাত্রি ক্রীড়া করিয়াছি-লেন। ভগবান কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর স্বামী

সমূহে ও ঐ সকল গোপীগণ এবং সর্ব্বভূতেই অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী ব্যাপক ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এমতস্থলে বাসুদেব গোপীর সহিত রতিক্রীড় করিয়া কোনই পাপী হইতে পারেন না। এই রাস লীলা পরকীয়া শক্তি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া মুক্তি লাভের উপদেশ ভক্তগণকে দেওয়া ও বলা যায়। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর করচা দেখুন, বুঝিবেন ইহা এক প্রকার উৎকৃষ্ট সাধন।

এক দিবস ভগবান হরি সন্ধ্যার পর রাসলীলা করিবার জন্য বন গমন করিবেন এমন সময় মহাকায় কেশী নামক অশ্বরূপী এক দৈত্য গোকুলে উপস্থিত হইয়া গোপ গোপীদিগের ত্রাস উৎপাদন করিল। তখন ভগবান হরি বাহু স্ফোটন করত ঐ অসুরকে ধারণ করতঃ আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন, তৎপরে মৃত্তিকা উপরি আছাড় দিয়া বারম্বার ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বৃক্ষের উপরে আছাড় দেওয়ায় অসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃষ্ণোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও অপ্সরাগণ গান গাইতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ কেশী অসুরের

ভয়ে দেবতাগণ সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন, কেশী বড় বলবান ও মায়াবী অসুর ছিল, ভগবান উহাকে সংহার করিয়া দেবতাদিগের ভয় নিবারণ করিলেন। কেশী ইত্যাদি অসুর বিনাশ হওয়া সংবাদ পাইয়া মহারাজ কংস দেবর্ষি নারদের মন্ত্রণানুসারে ধনুর্যজ্ঞ করিবার সংকল্প স্থির করিলেন, অনন্তর মহারাজ কংস অসুরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ধনু নামক যজ্ঞের আয়োজন করত অক্রূরকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণবলরামকে আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। ঐ মহাত্মা অক্রূর বড়ই বৈষ্ণব ছিলেন জন্য অক্রূর আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদেবময় হরিকে দর্শন করিব ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া রথারোহন পূর্ব্বক নন্দালয়ে গমন করিলেন। রাম কৃষ্ণকে এবং অন্যান্য গোপগণকে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিলেন। নন্দাদি গোপগণ সম্ভার সমস্ত লইয়া চলিল, ও কৃষ্ণ বলরাম অক্রূর সহ রথারোহণ করিয়া গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন সময়ে রথ বেগ নিবৃত্তি করিয়া অক্রূর যমুনা জলে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে গমন করিয়া জল মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলেন সহস্রফণা বিস্তার করত বাসুকীদেব বলরাম যমুনার জল মধ্যে অবস্থিত; বলদেবকে গন্ধর্ব্ব ও নাগগণ স্তুতিবাদ

করিতেছেন ও তৎপার্শ্বে ভূভারহারী কৃষ্ণ সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছেন। অক্রূর আরও দেখিলেন ঐ কৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া সনক সনন্দ প্রভৃতি দেবর্ষি ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণরূপ চিন্তা ও দর্শন করিতেছেন, এই প্রকার দর্শন করিয়া অক্রুর বিস্মিত হইলেন ও অক্রূর আবার রথের নিকট আগমন করত দেখিলেন রামকৃষ্ণ রথোপরি উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর অক্রূর পুনর্ব্বার জলে যাইয়া নিমগ্ন হইয়া দেখিলেন যে, রাম কৃষ্ণকে পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলেন এবারও তেমনি দেখিলেন। তখন অক্রুর পরমার্থ হরিকে অবগত হইলেন ও ভগবান অচ্যুতকে নানাবিধ স্তব করিলেন এবং রথের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন রাম কৃষ্ণ রথেই বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন তিনি কহিলেন হে অচ্যুত! অদ্য আমি জলমধ্যে যে আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিতেছি, তুমি অন্তর্যামী তাহা আমি অবশ্য অবগত আছি।

গোপীগণ, কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সহিত রথে মথুরা যাইতেছেন দেখিয়া অশ্রু পূর্ণ নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন সখি! আমাদের মন প্রাণ দেহ যাহাকে সমর্পণ

করিয়াছি, যাহার জন্য কাম্য কর্ম্ম স্বামী, পুত্র ও গুরু জনের প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া নিবিড় বন মধ্যে গমন করিয়া, যাহার সহিত রতিক্রীড়া করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতাম, তিনি গোষ্ঠে গমন করিবার সময়ে কাম কটাক্ষে দর্শন করিয়া পরমাপ্যায়িত হইতাম ও যিনি গোষ্ঠ হইতে আইসাব পূর্ব্বে দর্শন করিব বলিয়া পথ পানে উন্মেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতাম, যাহার রূপ শয়নে, স্বপনে ও জাগরণেও দর্শন করিতাম সেই কৃষ্ণ গোপীর প্রাণবল্লভ অদ্য মথুরায় গমন করিতেছেন। ঐ দেখ, কৃষ্ণ বিরহে কি প্রকারে আমরা প্রাণ ধারণ করিব? এখনও যায় নাই, যাইতেছে বলিয়া যেরূপ মন ও প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। বোধ হয় অদর্শন হইলে আর দেহ ধারণ করিতে হইবেকনা কেন বলি, আমরা পূর্ব্ব জন্মে বহু তপস্যা করিয়া কায়মনে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলাম। সেই তপস্যার ফলস্বরূপ কৃষ্ণ লাভ, সেই কৃষ্ণ ত্যাগিনী হইলে এই নিষ্ফল দেহ ধারণে প্রয়োজন কি? নন্দ গোপের এক পুত্র মাত্র, এমতাবস্থায় তাহাকে দুর্দান্ত অসুর সমীপে যে প্রেরণ করিল, ইহাতে বোধ হয় বিধি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন। আমরা

আর কৃষ্ণ মুখারবিন্দ অবলোকন করিতে পাইবনা। অতি ক্রুর অক্রুরের মনে কি এই ছিল? যে গোপীর জীবন ধন হরণ করত মথুরায় লইয়া স্ত্রীবধ করিবে। হায় হায় সখি, ঐ দেখ কৃষ্ণের প্রসন্ন বদনে অমীয় স্বরূপ হাসি হাসিয়া যাইতেছেন। আর কি মধুমাখা হাসি ও প্রণয় সূচক বাক্য শুনিতে পাইব? সখি! কৃষ্ণ আর গোকুলে কেন ফিরিয়া আসিবে? তিনি মথুরার নাগরীগণের স্বর্ণ ভঙ্গিমা মধুর অথচ অস্ফুট আলাপ শ্রবণে ও কাম কটাক্ষে পরমানন্দ লাভ করিবেন, ও নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্য সুধা পানে পরিতৃপ্ত হইবেন, ঐ দেখ সখি, কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন। চল আমরা যাইয়া নিবারণ করি কৃষ্ণ ভক্তবৎসল দয়াময়, অবশ্যই দয়া করিয়া আমাদের অনুরোধে আর গমন করিবেননা, তখন অন্য গোপী কহিল সখি। গুরুজনের সম্মুখে দিবাভাগে আমাদের এই প্রকার ব্যবহার করা উচিত নয়; বরং কৃষ্ণের বিরহে যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, তাহাও শ্রেয়স্কর। বিরহ অগ্নিতে আমরা দগ্ধ হইব এটা কি বিধির নিয়োজিত কার্য্য? আহা যে রমণীগণের নয়ন ভ্রমর রূপ পুংক্তি সমূহ অচ্যুতের নয়নাব্জের মধু-

পান করিয়া চরিতার্থ হইবে, এখন সেই মথুরার রমণী গণই ধন্য। মথুরার সুন্দরীগণের প্রতি বিধি অনুকূল হইয়াছেন, তাহা না হইলে গোপীগণের বক্ষে কেন আজ বজ্রাঘাত হইল। কোন কোন গোপী কহিল সখি! ঐ দেখ কৃষ্ণের রথচক্রের রেণুজাল উত্থিত হইতেছে। ওহো। ঐ রেণুজালই কৃষ্ণকে দেখিতে দিতেছেনা। ওহো। আর সে রেণুও দেখা যাই-তেছেনা। আমারা ঐ কৃষ্ণ বিরহে বিরহিনী হইয়া আর প্রাণ ধারণ করিবনা। এই প্রকার অতিশয় অনুরাগ সহকারে গোপীগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ ব্রজভূমি হইতে অদৃশ্য হইলেন। তখন গোপী গণ অশ্রু পরিপূর্ণা হইয়া স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর অক্রূর রথবেগ সম্বরণ করিয়া জল মধ্যে আমি যাহা দেখিয়াছি স্থলেও তাহাই দেখিতেছি, এই মহাশ্চর্য্য জগৎ যে মহাত্মার রূপ তাহা আমি অব-গত হইয়াছি, হে মধুসূদন, সে সকল আন্দোলনে এখন কোন ফল নাই মথুরা নিকট, এখন চলুন মথুরায় গমন করি, এই বলিয়া রথারোহণে সায়াহ্নে মথুরায় প্রবেশ করিয়া অক্রূর বলিলেন, আপনারা মহাবলশালী, পাদচারী গমন করুন, বসুদেবের গৃহে

যাইবেননা। দুরাত্মা কংস বৃদ্ধ বসুদেবকে বড়ই তিরস্কার করেন। অক্রূর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে পর ভগবান কৃষ্ণ ও বলরাম পদব্রজে মথুরার রাজপথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পথি মধ্যে একজন রজক সুন্দর সুন্দর বস্ত্র লইয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, হে রজক। আমাদিগকে রাজ সভায় যাইবার উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দাও। তখন রজক বলিল রে নির্ব্বোধ বালকদ্বয়। এই বস্ত্র মহারাজ কংসের। ইহাকি সাধারণ লোক ব্যবহার করিতে পারে? এইরূপে রজক নানামত গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলে পরে কৃষ্ণ সেই দুরাত্মা রজকের মস্তক হস্ত দ্বারা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করত সুসজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করত রাম ও কৃষ্ণ মালাকার গৃহে গমন করিলেন। অতীব মনোহারী বেশধারী রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মালাকর প্রণাম পূর্ব্বক বলিল, এই অধমের নিকট কি জন্য আগমন বলুন, তখন ভগবান বলিলেন, সুগন্ধিপুষ্পমাল্য দ্বারা আমাদিগকে সজ্জিত করিয়া দাও। হায়! যাঁহার নিকট সকামভক্তগণ নানারূপ বিষয় প্রার্থনা করেন

অদ্য সেই পরাৎপর হরি, ভক্ত মালাকারের নিকট পুষ্পের মালার প্রার্থী হইলেন। মালাকারের ভাগ্যের সীমা কি? তখন মালাকর ভগবানের রাঙ্গাচরণে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদির চিহ্ন অবলোকন করিয়া বলিল হে প্রভো। তোমার পাপ তাপহারী চরণ দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম, ইহা বলিয়াই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ও বারম্বার চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নানাপ্রকার সুগন্ধি কুসুমের মালা ও কুসুম দ্বারা উভয় ভ্রাতাকে সুসজ্জিত করিয়া অনিমেষ নয়নে রজতগিরি সন্নিভ বলদেব ও নীলনীরদ সন্নিভ কৃষ্ণ রূপ দর্শন করতঃ বারম্বার ষাষ্টাঙ্গে ও অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, তখন ভগবান কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া "অন্তিমে আমাকে লাভ করিবে" এই বর প্রদান করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজমার্গে কংসের পরিচারিকা চন্দনপেষিণী নব যৌবনে আরূঢ়া এক কুব্জী মহিলা হস্তে করিয় পেষিত চন্দন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন অয়ি-বরাননে। তুমি কে? তুমি আমাদিগকে চন্দন প্রদান কর। তখন কুব্জী কহিল, আমি মহারাজ

কংসের পরিচারিকা। প্রত্যহ অনুলেপন চন্দন দিয়া থাকি। এই বলিয়া কৃষ্ণ বদন কমল ভ্রমরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে কাম বাণে অধীরা হইয়া নয়ন আর ফিরাইতে পারিলনা ও দুই ভ্রাতাকে লেপনের উপ-যুক্ত চন্দন প্রদান করিয়া কাম কটাক্ষে ভগবানকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন বলভদ্র ও কৃষ্ণ অনু-লেপন যথাযোগ্য স্থানে দিয়া অতীব রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। যেমন ইন্দ্র চাপ যুক্ত ধবল এক খণ্ড মেঘ ও এক খণ্ড কৃষ্ণ বর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ও তখন যেমন ভগবান কৃষ্ণ হস্ত দ্বারা সেই সময়ে কুব্জার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণ দ্বয় দ্বারা কুব্জার চরণদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব কুব্জাকে সরল শরীর করিয়া দিলেন, সেই সময় কুব্জাকে অপ্সরার ন্যায় রূপবতী বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বক্ষণে হরির অঙ্গ স্পর্শ নিমিত্ত কামোন্মত্তা কুব্জা কৃষ্ণের বসন আকর্ষণ করিয়া হাস্য বদনে বলিল হে কান্ত। আপনি আমার গৃহে চলুন, আমি মদন বাণে অধীরা হইয়াছি, কুব্জার ভাব দর্শনে ভগবান কৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্য

করত কহিলেন হে সুভগে। কিছু কাল পরে তোমার গৃহে যাইব। এই আশ্বাস বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ কুব্জাকে বিদায় দিলেন। এবং বলরামের মুখের দিকে তাকাইয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। বিচিত্র বেশধারী রাম ও কৃষ্ণ তখন ধনুশালায় গমন করিলেন ও বিচিত্র ধনু ধারণ করিয়া তাহাতে জোরে জ্যা আরোপন করিলে ও ধনুষ্টঙ্কার দেওয়া মাত্রই বিচিত্র ধনুখানা ভগ্ন হইয়া গেল। সেই সময় প্রহরীগণ ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করিলেন; তখন কৃষ্ণ ও বলরাম রক্ষীগণের বিনাশ সাধন করিয়া ধনু গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন অনন্তর কংস ধনুর্ভঙ্গ বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া চাণুর ও মুষ্টিক নামে দুই মল্ল অসুরকে ও কুবলয় পীড় নামক হস্তীকে এবং তাহার মাহুতকে কৃষ্ণ বলরাম বিনাশ মানসে নিয়োগ করিলেন। তখন দ্বারদেশে সেই হস্তী এরূপ ভাবে রহিল যে কেহ যেন যজ্ঞশালায় যাইতে না পারে ও হস্তীর আক্রমণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন হস্তীকে দ্বার রোধ করিয়া থাকা দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ সেই মত্ত মাতঙ্গকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মাহুত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া

হস্তী ঘোরতর চীৎকার করতঃ কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে ধারণ করিয়া বধ করার মানসে ধাবিত হইল, তখন ভগবান কৃষ্ণ হস্তীর উপর লম্ফ প্রদান করতঃ উঠিয়া মাহুতকে বা করত অবার লম্ফ দিয়া পড়িয়াই হস্তীর দন্তদ্বয় ধারণ করতঃ জোরে উৎপাটন ও হস্তীর উদর মধ্যে বৃহদ্দন্ত দ্বয় বারম্বার বিদ্ধ করিয়া মহাবল হস্তীকে বিনষ্ট করিলেন। এবং অস্ত্র স্বরূপ হস্তী দন্ত ধারণ করতঃ রক্তে লিপ্তাঙ্গ বলভদ্র ও কৃষ্ণ গর্ব্ব ও লীলা সহকারে দেখিতে দেখিতে গোপগণ মধ্যে যেন বলবান ব্যাঘ্র উপস্থিতির ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তখন সকল মঞ্চেই হাহাকার ধ্বনি উপস্থিত হইল এবং ইনি বলভদ্র ইনি কৃষ্ণ এই প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সভাস্থ রাজন্যগণ ও মহাত্মা মুনিগণ ও অন্য পারিষারিকগণ বলিতে লাগিলেন। পুতনানামে অতি ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে ও যমলার্জ্জুন নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বয়কে ও তৃণাবর্ত্তবীরকে ইনি (কৃষ্ণই) অতি শৈশব কালে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই কালীয় নাগের মস্তকে নৃত্য করতঃ রক্ত বমন করাইয়া নাগরাজকে দমন করিয়াছেন, ইনিই অবলীলাক্রমে দুর্বৃত্ত অঘাসুর ও অরিষ্ট ধেনুক এবং

কেশীকে বধ করিয়াছেন। এমন সময় ভগবান হরি জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলভদ্রও সেই সময়ে বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম কৃষ্ণ উভয়ের পদভরে ধরিত্রীকে কম্পিতা দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকেই আশ্চর্য্য বোধ করিল। তখন অমিত বিক্রম প্রকাশে কৃষ্ণ চানুর নামীয় অসুরের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও মাল্লাচিত ব্যবহার করিয়াই যুদ্ধে চানুরকে বিনাশ করিলেন। কৃষ্ণ যে প্রকারে যুদ্ধ করিলেন বলরামও সেই প্রকারেই মল্ল যুদ্ধ করিয়া মুষ্টিক নামক অসুরকে বিনাশ করিল তখন কৃষ্ণ ও বলরাম তোষলক নামীয় মহা বলশালী মল্লরাজকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর অসুরত্রয় বিনষ্ট হইলে অন্যান্য মল্লগণও পলায়ন পর হইল তৎপরে কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমান বয়স্ক গোপাল বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া গর্ব্বিত ও হৃষ্ট ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কংস যে মঞ্চে অবস্থিত, ভগবান অরি নিসূদন কৃষ্ণ ঝম্প প্রদান করিয়া ঐ মঞ্চোপরি পতিত হইয়াই কালনেমী কংসাসুরকে ধারণ করিলেন এবং কেশাকর্ষণ করতঃ

পাতিত করিয়া অতি ভার কৃষ্ণ অসুরের উপরে পড়িয়া কংসকে বধ করতঃ নাচিতে লাগিলেন। ও সেই সময় মধুসূদন মৃত কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া রঙ্গ-ভূমির মধ্যে তাহার দেহ কর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাজলবেগের ন্যায় আকৃষ্টমান কংস দেহের অতি গৌরব প্রযুক্ত সেই সময় সেই খানে এক প্রকাণ্ড পরিখা নির্ম্মিত হইল। কংস বধ হইলে কংসের ভ্রাতা সুমালী অসুর রোষকষাইত লোচনে বলভদ্রের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলরাম অবলীলা ক্রমে রঙ্গভূমিতে সুমালীকে সংহার করিলেন। অনন্তর কংসের মরণ দেখিয়া রঙ্গভূমি মধ্যে সকল লোক হাহাকার করিতে লাগিলেন ও অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সত্বর হইয়া বসুদেব দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। তখন বসুদেব ও দৈবকীর পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত সমস্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন দুই পুত্রকে কোলে লইয়া বসুদেব ও দৈবকী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ স্নেহ ভরে মুখ চুম্বন করিয়া বসুদেব বলিলেন হে অবসরগণের নাথ কৃষ্ণ তুমি দেবগণের বরদা। হে প্রভো।

প্রসন্ন হও, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ, হে কৃষ্ণ তুমি সর্ব্ব ভূতেই অবস্থিতি করিতেছ তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। হে সর্ব্ব দেবময় অচ্যুত! আমার ও দৈবকীর অন্তঃকরণ যে তোমার তনয় প্রীতিরসে ভ্রান্তিযুক্ত হইতেছে তাহা যে অত্যন্ত বিড়ম্বনা মাত্র তাহাতে সন্দেহ কি? সকল ভূতগণের কর্ত্তা অনাদি পুরুষ তুমিইবা কোথায়? আর মনুষ্যরূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন কারিণী জিহ্বাইবা কোথায়? তুমি আমার পুত্র ইহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? হে আদি পুরুষ তুমি অচিন্তনীয় পরম ঈশ্বর। তুমি অংশাবতার হইয়া বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার পুত্র নহ হে ঈশ। আব্রহ্ম পাদপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, হে কৃষ্ণ জগৎ পিতঃ আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? হে চতুর্ভুজ তাত বিষ্ণু। অজ। এজগতের উপকার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমরা স্ত্রীপুরুষে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে। ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শন করিয়া বসুদেব ও দৈবকীর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া হরি যদুমণ্ডলীর

মোহোৎপাদন জন্য বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন।
অনন্তর কৃষ্ণ, দৈবকী ও বসুদেবকে বলিলেন হে মাতঃ ও পিতঃ অদ্য হইতে আপনাদের ও যদুকুলের কংস ভয় নিবারিত হইল; অনন্তর মৃত কংসকে নিহত দেখিয়া মহিলাগণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান কৃষ্ণ ও বলরাম নানা প্রকার হিতকর বাক্যে তাহাদিগকে বুঝাইয়া অন্তপুরে পাঠাইলেন এবং উগ্রসেন মাতামহকে পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। উগ্রসেন রাজা হইয়া নিহত বীরগণের অন্ত্যেষ্ঠী ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। তৎপর ভগবান কৃষ্ণ বায়ুকে বলিলেন তুমি ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া বল যে, হে ইন্দ্র! তুমি উগ্রসেন রাজাকে কৃষ্ণের অনুরোধে সুধর্ম্মানামীয় সভা প্রদান কর। বায়ুর নিকট কৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেবরাজ ঐ সুধর্ম্মা সভা ঐ রাজাকে প্রদান করিলেন, ভগবান কৃষ্ণ বলরাম আচার্য্যের নিকট লোকবৎ শিক্ষাকরা উচিত বিবেচনায় সন্দীপন মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া অস্ত্র বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাস করিলেন; গুরু দক্ষিণার প্রস্তাব করিলেন, সন্দীপন মৃত পুত্রকে পাইবার প্রার্থনা করিলেন; তখন রাম ও কৃষ্ণ

সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া পাঞ্চজন্য নামীয় শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়া যমরাজের নিকট হইতে সন্দীপনের মৃত পুত্র আনিয়া দিলেন। তার পর রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আগমন করিলেন বসুদেব দৈবকী আনন্দিত হইলেন। মগধরাজ জরাসিন্ধুর কন্যাদ্বয়কে কংস বিবাহ করিয়াছিল। মগধাধিপতি কন্যার পতি হত্যা কৃষ্ণ ও যাদবগণকে নিহত করিবার মানসে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী নানাবিধ সৈন্য সহ, মগধরাজ মথুরায় আসিয়া বেষ্টন করতঃ সংবাদ দিলেন তখন রাম ও কৃষ্ণ অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর আকাশ হইতে সার্ঙ্গ, ধনু, খড়্গ, অক্ষয় শর তূণ দ্বয় এবং কৌমদকী নামে গদা, ভগবান হরির নিকট উপস্থিত হইল বলরামের হল ও সৌনন্দ মুষল গগন হইতে ঐ বলরামের নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ মগধাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ সসৈন্যে মথুরা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। কিছু দিন পরে জরাসিন্ধু আবার আসিয়া যুদ্ধ করিয়া হারিয়া পলায়ন করিলেন। এই প্রকারে অষ্টাদশ বার মগধাধিপতি কৃষ্ণ বলরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল যাদবগণের যে বলের

আধিক্য প্রতিষ্ঠার হয় তাহা কেবল কৃষ্ণ অংশাবতারের প্রভাবে ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা কেবল মানুষ ধর্মশীল জগৎপতির লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়; কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ। শত্রুগণের উপর অস্ত্র ক্ষেপণ করিতেন; যিনি সংকল্প মাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারেন, তাঁহার শত্রু পক্ষ বিনাশ জন্য অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন কি? তত্রাপি লোকবৎ লীলা করণার্থ সেই ভগবান মনুষ্য গণের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেন ও কোন স্থানে শাম, কোন স্থানে দান কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন আবার কোন স্থানে দণ্ড নীতির অনুসরণ করিতেন, আবার হয়ত কোন স্থানে পলায়নও করিতেন। এই প্রকারে মনুষ্য গণের চেষ্টার ন্যায়, চেষ্টা বা ভগবানের ইচ্ছানুসারেই লীলা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আমরা গর্গ মুনিকে নপুংসক বলিয়া তাহার শ্যালক ও যদুগণ উপহাস করায় ঐ মুনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে যাইয়া যদুগণ তাহার পুত্রের নিকট পরাভব হয় বলিয়া মহাদেবের নিকট বর লাভ করেন। অপুত্রক যবনরাজ ঐ মুনিবরকে লইয়া নিজ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্রোৎপাদন করেন

তাহার নাম কাল যবন। দেবর্ষী নারদের মুখে ঐ কাল যবন মথুরা পুরীর অবস্থা শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে মথুরায় উপস্থিত হয়। এক দিকে কাল যবনের আক্রমণ আর দিকে জরাসিন্ধুর আক্রমণ দেখিয়া কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বেই দ্বারকাতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দ্বারাবতী পুরী স্বর্গের ইন্দ্র রাজার অমরাবতী পুরীর তুল্য সর্ব্ববিষয়ে হইয়াছিল। জনার্দ্দন ঐ পুরীতে মথুরাবাসীদিগকে স্থাপনা করিয়া স্বয়ং আবার মথুরায় আগমন করিলেন পরে কাল যবনের সৈন্যগণ মথুরা পুরী আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ কাল যবনের সম্মুখীন হইলেন। যোগীগণের চিত্তসমূহ যাহাকে ধারণা করিতে পারেনা, সেই বাসুদেবকে নিকটে দেখিয়া যবন রাজ ধরিবার জন্য ধাবিত হইলে মুচকুন্দ নামে মহারাজ যে গুহায় নিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন ভগবান ঐ গুহায় প্রবেশ করিলেন। যবন রাজ কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুহায় যাইয়া শায়িত ঐ মহারাজকে কৃষ্ণ বোধে পদাঘাত করিল। তখন ঐ মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার দৃষ্টি মাত্রেই ক্রোধ জাত অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া ঐ দুর্ম্মতি যবনরাজকে

ভস্মীভূত করিল ঐ রাজা দেবাসুরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঐ গুহায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় ছিলেন। দেবতাদিগের বর ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ রাজার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সে ঐ রাজার ক্রোধ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে। তৎকারণই যবনরাজ ভস্ম হইয়াছিলেন। অন্তর্যামী কৃষ্ণ উহা জানিতেন জন্য ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়া প্রকারন্তরে কাল যবনকে বিনাশ করিলেন। এই প্রকারে মহারাজ মুচকুন্দ কালযবনকে ভস্ম করিয়া সম্মুখে কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিল, কে তুমি? তখন ভগবান কহিলেন চন্দ্র বংশের উৎপন্ন যদুকুল বসুদেবের পুত্র আমি, তখন মুচকুন্দের বৃদ্ধ গর্গ মুনির বাক্য স্মরণ হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন আপনি যে ভূভার হরণ জন্য অবতার হইয়াছেন তাহাও আমি জানি। মগের সম্মান রক্ষার জন্য যে পরাজিত হইয়া প্রকারন্তরে যবনকে নিষেধ করাইলেন, ইহাও আমি অবগত হইয়াছি। আমি এখন তপস্যায় যাইতেছি। তপস্যা যেন সিদ্ধ হয় এই প্রার্থনা। তখন ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার তপস্যা অবশ্যই সিদ্ধি হইবে। তখন কৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ্ম যব চিহ্ন সুশোভিত

রাজা চরণে প্রণাম করতঃ মহারাজ মুচকন্দ বনে গমন করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ মথুরায় আগমন পূর্ব্বক যবন সৈন্য যুদ্ধে বশীভূত করিয়া হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক সমস্ত সৈন্য লইয়া দ্বারকায় যাইয়া মহারাজ উগ্র সেনকে ঐ সমস্ত বল প্রদান করিলেন। এইরূপে যদুকুলের পরাভব ভয় নিবারণ হইল। তখন বলভদ্র যুদ্ধের সমস্ত প্রশান্ত হইয়াছে আর কোন ভয় নাই দেখিয়া গোপ গোপী দর্শনে উৎকণ্ঠিত মনে নন্দ গোকুলে আগমনান্তর পূর্ব্বের ন্যায় প্রেম ও বহু মান পূর্ব্বক বৃদ্ধ গোপ গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন ও যাহার সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করা উচিত, তাহাই করিলেন সেই গোপ গোপীগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। অপর কৃষ্ণ অনুরাগিনী গোপীগণ প্রেম কুপিত হওয়ায় ঈর্ষাযুক্ত হইয়া বলরামের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রেমা গোপীগণ বলিলেন হে বলভদ্র চঞ্চল, প্রেমের খণ্ড স্বরূপ সেই নাগরী জনবল্লভ কৃষ্ণ ত সুখে বাস করিতেছেন, ক্ষণ সুহৃদ কৃষ্ণ আমাদের উপহাস স্থলে পুরবাসিনী কুব্জা প্রভৃতি রমণীগণের কি সৌভাগ্য ও মান বৃদ্ধি

করিয়া থাকেন না। আর আমাদের গীতানুযায়ী কলস্বর কি স্মরণ করেন? তিনি কি দুঃখিনী জননী ও আমাদিগকে দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আসিবেন না হে সখে বলভদ্র, আমরা তাহাঁর আলাপ করিয়া তাহার কি ফল লাভ করিব। অন্য কোনরূপ বাক্যালাপ করা যাউক। আমাদের তাহাকে ছাড়িয়া এবং তাহারও আমাদিগকে ছাড়িয়া দিনত কাটিয়া যাইবে। পিতা মাতা ভর্ত্তা ও বন্ধুগণকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের প্রেমর জন্য পরিত্যাগ করি নাই? কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি? সেই কৃষ্ণ এখানে আগমন করিবেন কি না সত্য করিয়া বলুন। সেই গোবিন্দ অন্তঃপুরস্থিত কুব্জা প্রভৃতি পুরস্ত্রীর প্রতি মন অর্পণ করিয়াছেন শুনিয়াছি। সুতরাং আর আমাদের প্রীতি তাহার প্রীতি নাই। আর তাহাকে আমাদের দর্শন পাওয়া দুষ্কর। এই বলিয়া কৃষ্ণ অনুরাগিনী গোপীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার গোপীগণ বলভদ্রকে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত হরি কর্ত্তৃক হৃত চিত্ততা প্রযুক্ত পুনর্ব্বার সুস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, অনন্তর সর্ব্বহীন প্রেমগর্ভ ও

অতি মনোহর কৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা বলভদ্র সেই সমস্ত কৃষ্ণ অনুরাগিনী গোপীগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পরিহাস মনোহর নানা কথা কহিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা করিতে লাগিলেন। বলভদ্র রৈবত রাজকন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন; বলভদ্রের নিষ্ট ও উলূক নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। বলভদ্র; বারুণী, মদিরা পান করিতেন; তিনি যমুনা নদীকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিদর্ভ নগরীর ভীষ্মক রাজ কন্যা রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বিবাহিতা হওয়ার জন্য অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। ঐ কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, ঐ কন্যাকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত ভগবান কৃষ্ণ ভীষ্মক রাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ভীষ্মকের পুত্র্রী রুক্মী, কৃষ্ণকে বড়ই দ্বেষ করিত জন্য ঐ কন্যার বিবাহ চেদিরাজ শিশুপালের সহিত অবধারিত করিয়াছিলেন। শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ বিবাহ

নিমিত্ত বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ যাদবগণ ও বলভদ্রকে ঐ রাজগণের সহিত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রুক্মিণীকে হরণ করেন। সংবাদ অবগত হইয়া রুক্মী কৃষ্ণকে পরাজয় করার নিমিত্ত কৃষ্ণকে আক্রমণ করে, তখন কৃষ্ণ ঐ রুক্মীকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়া বধ করার উদ্যত হইলে রুক্মিণী ভগবানের নিকট আপন ভ্রাতার প্রাণ ভিক্ষা করেন, তখন ভগবান সদয় হইয়া রুক্মিকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষস বিবাহ রীতি অনুসারে রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। রুক্মিণীর গর্ভে পরম সুন্দর মদনাংশে বীর্য্যবান প্রদ্যুম্ন জন্ম গ্রহণ করেন। সম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে জন্ম কালেই হরণ করিয়া লইয়া যায়, প্রদ্যুম্নও কাল ক্রমে ঐ সম্বরাসুরকে বধ করেন। সম্বরাসুর "এই বালক আমার হন্তা জানিয়া" হরণ করিয়া লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটী মৎস্য বালককে গিলিয়া ফেলে, ধীবরগণ ঐ মৎস্য ধৃত করিয়া সম্বরকে দেয় মায়াবতী নাম্নী কন্যা মৎস্যের উদরে ঐ বালকটীকে প্রাপ্ত হইলে দেবর্ষি নারদ আগমন করিয়া মায়াবতীকে বলেন এই বালকটী কৃষ্ণের পুত্র, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর? ইহা দ্বারাই তোমার মঙ্গল

সাধিত হইবেক। তখন মায়াবতী ঐ বালককে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিল।

পরম সুন্দর বালক ক্রমে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলেন, তখন মায়াবতী তাহাকে মায়া বিদ্যা শিক্ষা দিয়া অঙ্গ স্পর্শ জন্য কামকটাক্ষে নিরীক্ষণ ও হাস্য করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন মায়াবতীর ভাব দর্শনে প্রদ্যুম্ন বলিলেন, ভদ্রে তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া একি আরম্ভ করিলে? তখন মায়াবতী বলিল কান্ত। তুমি আমার পুত্র নও, তুমি ভগবান কৃষ্ণের পুত্র, তোমার জননী বড়ই শোকার্ত্তি হইয়া বাস করিতেছে; মায়া বিদ্যা দ্বারা তুমি সম্বরকে বধ কর। চল আমরা তাহাহইলে দ্বারাবতী পুরীতে যাইয়া সুখে বাস করিব। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া প্রদ্যুম্ন সম্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, অনন্তর প্রদ্যুম্ন সম্বরাসুরের অশেষ সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক দৈত্য কৃত সপ্তমী মায়া অতিক্রম করিয়া অষ্টম মায়া প্রভাবে সেই কালে সম্বর নামক মহাবলবান দৈত্যকে বিনাশ করিলেন ও তৎপর মায়াবতী সহ গগনমার্গে উপস্থিত হইয়া আকাশ পথেই পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরে উপস্থিত বালক ও যুবতীকে আকাশ হইতে

জাইসা দেখিয়া মহিলাগণ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কৃষ্ণ সদৃশ মূর্ত্তি দর্শনে রুক্মিণী নিকটস্থ হইয়া বলিলেন আমার বালক জীবিত থাকিলে এতদিন সে এই প্রকার যৌবন প্রাপ্ত হইত, এই বলিয়া রুক্মিণী পুত্র শোকে অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ ও নারদ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া দেবী রুক্মিণীকে আনন্দের সহিত বলিলেন হে শুভ্রে! সম্বরাসুরকে হনন করিয়া তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইয়াছেন, ইহার সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভার্য্যা রতী, ইনি সম্বরের ভার্য্যা নহে। ইহার কারণ শ্রবণ কর? এই প্রদ্যুম্নই কামদেবও রমণীই রতি দেবী বলিয়া জানিবে; রুক্মিণী অপহৃত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দেমগ্না হইলেন। কেশব ও সমস্ত অন্তঃপুর বাসিনীগণ হর্ষে সমাবিষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্নকে সাধু সাধু বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও রুক্মিণীকে পুত্র ও পুত্র বধুর সহিত মিলিত দেখিয়া দ্বারকাস্থিত আবাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আরও সাতটী মহিষী ছিলেন; তাহাদের নাম কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজীতী, কামরূপিনী,

রুক্মিণী দেবী, জাম্ববতী, শীলমণ্ডলী, সুশীলা, সত্রাজিত সুতা, সত্যভামা এবং চারুহাসিনী লক্ষ্মণা, ইহা ছাড়া আরও কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র এক শত আটটী পত্নীছিলেন। তৎপর কৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের বিবাহ উপলক্ষে কলিঙ্গাধিপতির দন্তভগ্ন ও রুক্মিরাজার বিনাশ বলদেব করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবরাজ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচার সমস্ত বলিলে ভগবান মধুসূদন গরুড়োপরি সত্যভামা দেবীকে লইয়া উপবেশন করতঃ প্রাক্‌-জোতিষ দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নরকাসুরের পুরীর চতুষ্পার্শ্বে শত যোজন বিস্তৃত ও ভাল ক্ষুরাগ্রভাগ সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র মরু নামক অসুর রচিত পাশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে; হরি সুদর্শন চক্র ক্ষেপন করিয়া ঐ পাশ সমস্তকে দাহন করিলেন অনন্তর মরুর প্রতি আক্রমণ করিয়া সুদর্শন দ্বারা তাহাকেও বধ করিলেন, তৎপর হরি মরুর সপ্ত সহস্র পুত্রকে শলভের ন্যায় চক্র সম্ভূত অগ্নির দ্বারা দহন করিয়া ফেলিলেন। হরি এবম্প্রকারে মুর হয় গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ করিয়া নরকাসুরের পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর মহতী সেনা

পরিবেষ্টিত নরকাসুরের সহিত ভগবান কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভগবান হরি সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন, তৎপরে নরকাসুরকে চক্রদ্বারা বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ; নরকাসুর বিনষ্ট হইলে পৃথিবী পুত্রশোকে রোরুদ্যমানা হইলেন ও কনকময় কুণ্ডলদ্বয় লইয়া হরির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে কুণ্ডল অর্পণ করিয়া বলিলেন, আপনিই যখন বরাহ অবতার হইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে আপনার ঔরষে আমার এই নরক নামা অসুর পুত্র জন্মিয়াছিল। আপনি পুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার ভার মোচন করিলেন। হে নাথ! এখন এই নরকাসুরের পুত্রগণকে রক্ষা কর ? আমি পুত্র নাশে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি ; এই বলিয়া মাতা ধরিত্রী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভূতভাবন ভগবান ধরিত্রেকে বলিলেন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক ? এই বলিয়া হরি নরকাসুরের অন্তঃপুরস্থিত ষোড়শ সহস্র এক শত আট কন্যাকে ও চতুর্দ্দন্ত বিশিষ্ট ছয় সহস্র হস্তী ও কাম্বজ দেশীয় এক বিংশতি নিযুত অশ্বসমূহ নরকাসুরের কিঙ্করগণ দ্বারা দ্বারকাপুরীতে

প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর বারুণ ছত্র ও মনি পর্ব্বত দ্রব্যদ্বয়কে গরুড়ের উপর উঠাইয়া তৎপর সত্যভামার সহিত গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া অদিতীর কুণ্ডল দ্বয় অর্পণ করার জন্য স্বর্গপুরে গমন্ করিলেন; অনন্তর গরুর আকাশে উত্থিত হইয়া অবলীলা ক্রমে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে ও হরি শঙ্খ বাদ্য করিলে দেবগণ আগত হইয়া হরির পূজার আয়োজন সমস্ত লইয়া পূজা করিলেন তখন ইন্দ্র সহ ভগবান দেবমাতা অদিতির নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তম কুণ্ডলদ্বয় ঐ দেব মাতাকে দিলেন ও তাঁহার নিকট নরকাসুর বধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে। অনন্তর দেব মাতা অদিতি কুণ্ডলদ্বয় প্রাপ্তে পরম সন্তুষ্ট হইয়া হরিকে নানাবিধ স্তব করিলেন। তৎপর কৃষ্ণ নন্দন কানন ও প্রমোদ উদ্যান ভ্রমণ করিয়া সত্যভামাসহ দেখিতে লাগিলেন। তখন সত্যভামা বলিলেন হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে সকল মহিষী অপেক্ষা ভাল বাসিয়া থাক, বলিয়া থাক। অদ্য আমার এই প্রর্থনা। সকল পুষ্প অপেক্ষা মনোহর গন্ধবিশিষ্ঠ এই যে পারিজাত বৃক্ষটী যাহা সমুদ্র মন্থন কালে উদ্ভব

হইয়াছে উহাই লইয়া আমার নিজ উদ্যানে স্থাপন করিয়া দাও? উহার পুষ্প আমি কেশরাশীতে ধারণ করিয়া সপত্নীদিগের নিকট উপস্থিত হইলে আমি যে তোমার অতীব প্রিয়া তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবে। সত্যভামা এই কথা বলিলে পর হরি ঐ পারিজাত বৃক্ষটীকে গরুরের উপর উঠাইলেন; তখন প্রহরীগণ সত্যভামাকে বলিল দেবি! এই বৃক্ষ শচী দেবীর অতিশয় প্রিয় ইহা যে আপনি হরণ করিতেছেন ইহা নিতান্ত অন্যায়। তখন সত্যভামা বলিলেন তোমার শচী দেবীকে যাইয়া বল তাহার স্বামী আসিয়া ইহা কাড়িয়া লউক। আমি দেবরাজকে ও শচীকেও জানি, তখন সত্যভামা যাহা যাহা বলিলেন প্রহরীগণ শচী দেবীকে ঐ সমস্ত বলিলেন ইন্দ্রানী ক্রুদ্ধা হইয়া ইন্দ্র নিকট পারিজাত হরণ করিয়া সত্যভামা লইয়া যায় বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া সমস্ত দেব সেনাসহ কৃষ্ণের সহি যুদ্ধ করিয়া পারিজাত বৃক্ষ কাড়িয়া লইবেন বিবেচনায় ভগবান কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধ সজ্জায় উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্র যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে পর ভগবান কৃষ্ণ শঙ্খ ধ্বনি

করিলেন এবং ধনুর জ্যা শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূরিত করিয়া সহস্র যুক্ত পরিমিত অস্ত্রনিকর ক্ষেপন করিলেন। অনন্তর দিকসকল আকাশে অনন্ত শস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল তখন বিশিখ শরসমূহের তেজে নিস্তেজ হইয়া দেবগণ পলায়ন করিতে-লাগিলেন। তখন দেবরাজ বজ্র নিক্ষেপ করিলে ভগবান হরি উহা ধারণ করিলেন, হাসিতে হাসিতে স্বীয় অস্ত্র চক্র আর ক্ষেপণ করিলেন না। ও ইন্দ্র থাক্ থাক্ এই কথা বলিলেন। তখন দেবরাজ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যভামা ইন্দ্রকে অনেক বিদ্রূপসূচক বাক্য সমূহ বলিলে ইন্দ্র বলিলেন যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারী আমি সেই ভগবানের নিকট পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার লজ্জা কি? যিনি মনুষ্যরূপী ঈশ্বর, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে পারে। এইরূপ ভাবে ইন্দ্র ভগবানকে নানাবিধ স্তুতি করিলেন। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রকে ধবজ বজ্র দিলেন ও পারিজাত বৃক্ষ দিতে চাহিলে ইন্দ্র তাহা না লইয়া বলিলেন

হে ভগবান হরি আপনি যত দিন দ্বারকায় থাকিবেন ততদিন পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় থাকিবে। আপনি মর্ত্তলোক ত্যাগ করিলে পর আর এই পারিজাত বৃক্ষ পৃথিবীতে থাকিবেক না এইখানে চলিয়া আসিবে। অনন্তর হরি তাহাই হউক দেবরাজকে এই উত্তর প্রদান করিয়া পারিজাতসহ ভূমিতলে আগমন করিলেন, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্বগণ ভগবানকে বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান হরি দ্বারকায় উপস্থিতহইয়া শঙ্খ বাদন করিলে দ্বারকাবাসী জনগণের হর্ষোৎপাদন হইল। অতঃপর সত্যভামার সহিত ভগবান হরি গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া অন্তঃপুরে পারিজাত নামীয় তরুরাজকে স্থাপিত করিলেন। এই পারিজাত তরুর নিকট সকল লোকেই স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারে। ইহার গন্ধ তিন যোজন ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি পরিপূরিত হইত।

অনন্তর সকল যাদব ও স্ত্রীগণ সেই পারিজাত তরুকে দেখিতে যাইয়া সকল শরীরকে দেব শরীর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অপর কৃষ্ণ কিঙ্করগণ আনীত নরকাসুরের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং সেই

সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন, অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে নবকাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত কন্যাগণকে জনার্দ্দন যথারীতি বিবাহ করিলেন। হে মহামতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক সময়েই পৃথক পৃথক গৃহে সেই কন্যা গণের ধর্ম্মানুসারে কৃষ্ণ পাণি গ্রহণ করিলেন। ষোড়শ সহস্র এক শত অষ্ট কন্যাকে বিবাহ করিবার কালে ভগবান তাবৎ সংখ্যক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল কন্যাগণ প্রত্যে-কেই বিবেচনা করিত যে মধুসূদন আমার পাণি গ্রহণ করিবেন। বিশ্বরূপধারী হরি কন্যাগণের প্রত্যেকের গৃহে গমন করত বাস করিতে লাগিলেন। ভগবান চক্রীর পূর্ব্বের অষ্টম মহিষীর পুত্রগণ বাদে ষোড়শ সহস্র একশত আট কন্যাগণের এক লক্ষ আশী হাজার সংখ্যক পুত্র জন্মে। ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে প্রদ্যুম্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয়। অনিরুদ্ধের বজ্র নামে এক পুত্র হয়, অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী বলীর পৌত্রী উষাকে বিবাহ করেন। এই কারণে বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে জয় করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিলেন। সেই স্থলে হরি ও শঙ্করের যুদ্ধ হয়,

এবং যুদ্ধে ভগবান হরি বাণ রাজার সহস্র বাহু ছেদন করেন। শিব ভক্ত বাণরাজ ভবনে জগন্মাতা পার্ব্বতী মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে উষার ইচ্ছা হইয়াছিল। অন্তর্যামিনী মাতা মহামায়া তাহা জানিয়া উষাকে বলিলেন বৎসে! বৈশাখ মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করিয়া সম্ভোগ করিবেন তিনিই তোমার পতি হইবেন। পার্ব্বতীর বর প্রভাবে সেই বৈশাখী দ্বাদশী তিথিতে রাজ কুমারী উষা স্বপ্ন দেখিলেন, এক পরম সুন্দর পুরুষ তাহাকে আক্রমণ করিয়া রমণ করিল। তিনি ঐ পুরুষে অনুরাগিনী হইলেন। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে ঐ পুরুষ অদর্শন ঔৎসুক্য বশতঃ উন্মত্তের ন্যায় স্বামীকে দর্শন করিয়া বলিলেন হে নাথ! তুমি কোথায় গিয়াছ? মন্ত্রী কন্যা চিত্র-লেখা উষার সখী ছিল, সে বলিল রাজকুমারি! তুমি কাহার কথা বলিতেছ? তখন সতী উষা প্রাণতুল্যা সখীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত ও পার্ব্বতীর বরের কথা সমস্তই বলিলেন। তখন চিত্রলেখা দেবতাদির রূপ চিত্র করিয়া ও মনুষ্য লোকে কৃষ্ণের বংশে সুন্দর সুন্দর পুরুষের রূপ চিত্রিত করিয়া দেখাইলে রাজ-

কুমারী অনিরুদ্ধের আকৃতি দেখিয়া বলিলেন সখী এই পুরুষ সেই, ইনিই সেই। তখন উষাকে আশ্বস্ত করিয়া চিত্রলেখা সখী যোগগতি অবলম্বন করিয়া দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন ও অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া বাণ পুত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন যুবক যুবতী গন্ধর্ব্ব বিবাহ বিধান অনুসারে বিবাহ করিয়া রতি ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলেন। অনিরুদ্ধকে রাজ নন্দিনীর নিকট দেখিয়া প্রহরীগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে এক পরিঘাস্ত্র দ্বারা অনিরুদ্ধ সকল প্রহরীর বিনাশ সাধন করিলেন। তখন বাণরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমবার হারিয়া গেলেন, তৎপর মায়া যুদ্ধে নাগপাশ দ্বারা অনিরুদ্ধকে বদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত দেবর্ষি হরিভক্ত নারদ দ্বারকায় উপনীত হইয়া ভগবান হরিকে বলিলেন, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাগণ সহ বাণরাজার নিকট গরুড়ে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হন এবং অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে বাণ তাহাতে অসম্মত হইয়া মহাদেব ও

কার্ত্তিক সহকারে, যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন ও যুদ্ধ করেন, ঐ যুদ্ধ সমুদ্র মন্থনকালীন যেমন দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবান, কৃষ্ণ ও কার্ত্তিকেয় এবং অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া বাণরাজের সহস্র বাহু কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপর উষা অনিরুদ্ধকে লইয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া বলভদ্র প্রভৃতি যোদ্ধগণ সহ দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন, ভগবান কৃষ্ণ মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক যে অবলীলা ক্রমে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ ও মহাদেব কার্ত্তিকেয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া যে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ কি? যিনি ঈশ্বর তাঁহার অসাধ্য কি আছে?

অজ্ঞানান্ধজনগণ পৌণ্ড্র বংশীয় কোন রাজাকে বলিয়াছিল আপনি বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই শ্রবণ করিয়া ঐ রাজা নিজে বিষ্ণু চিহ্ন সমস্ত ধারণ করিয়া বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করতঃ ঘোষণা দিলেন যে অদ্যাবধি আমাকে বাসুদেব বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হইবেক এবং কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে তুমি যাইয়া কৃষ্ণকে বল-আমি বাসুদেব, কৃষ্ণ বাসুদেবের যে সমস্ত চিহ্ন

ধারণ করে তাহা ত্যাগ করুক ও আমার বাধা হউক, বুধগণ দ্বারকায় যাইয়া এই সমস্ত বলিলে ভগবান হরি হাস্য করিয়া বলিলেন, এই আমি বাসুদেব দর্শন করিতে যাইতেছি। এই বলিয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া পৌণ্ড্র রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্র রাজ কাশীরাজের মহতী সেনা সহ নিজ সেনা লইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন এমন সময় ভগবান হরি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঐ রাজ দ্বয়ের গতি রোধ করিলেন এবং ভগবান শার্ঙ্গ ধনু দ্বারা দিব্যাস্ত্র সকল বর্ষন করিয়া পৌণ্ড্র রাজের মহতী সেনা সহ তাহাকে বিনাশ করিলেন। বন্ধুর মরণ দেখিয়া কাশীরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া ভগবান হরির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান ঈষদ্ধাস্য করিয়া নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতঃ সসৈন্যে কাশীরাজকে যম সদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ পুত্র কৃষ্ণকে পিতৃবৈরী বিবেচনায় শিব আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে বিনাশ জন্য কৃত্তা উৎপন্ন হইয়া হৃষিকেশ বিনাশ হইবে বলিয়া রাজ পুত্র সৈন্য সমস্ত সজ্জিত করিয়া তখন ব্যাস কাশীতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন রাজ

কুমার ও সৈন্য ও কীর্ত্তাকে চক্রবান দগ্ধ করিয়া ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত কাশীপুরী দগ্ধ করিলেন। ।

পূর্ব্বে স্বয়ম্বরার্থ সুসজ্জিতা দুর্য্যোধন তনয়াকে জাম্বুবতী পুত্র বীর শাম্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য দুর্য্যাধন শাম্বকে বন্ধন করিয়া রাখেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদেব হস্তিনায় আগমন করিয়া শাম্বকে ছাড়িয়া দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দুর্য্যোধন তাহাতে সম্মত হননা দেখিয়া হলায়ুধ ক্রোধে অধীর হইয়া প্রাঘাত দেশ দ্বারা বসুধা তাড়িত করিলেন ও লাঙ্গল হস্তীনার প্রাকার দেশে বিন্যাস পূর্ব্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই হস্তিনাপুরী সহসা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া কৌরবগণ সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন হে বলদেব ক্ষমা কর। আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়াই অপরাধ করিয়াছি। এখনই শাম্বকে পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিতেছি। অনন্তর দুর্য্যাধন বলদেবের সহিত ও ধন সমন্বিত শাম্বকে পূজা করিয়া দ্বারাবতীতে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর নরকাসুরের সখা বানরাকৃতি এক অসুর ছিল সে দেবগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া যজ্ঞা-

বিনাশ ও মনুষ্যাদি বিনাশ ও নানাবিধ অত্যাচার করিত। বলরাম রেবতী প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া সন্দর পর্বতে ক্রীড়া করিতেছেন ঐ সময় বানরাসুর আসিয়া নানারূপ উৎপাৎ উপস্থিত করিল, বলরাম এক চপটাঘাত করিলেই ঐ দ্বিবিধ বানরাসুর রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, ঐ মহাসুর বিনষ্ট হইলে দেবগণ বলভদ্রকে স্তব করিয়াছিলেন এবং মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বলদেব সহায় কৃষ্ণ এই প্রকার জগতের উপকারার্থে দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। ভগবান ভূমির ভার হরণ হইলে যদু বংশের দ্বারা ভূমি নিপীড়িত হইবে বিবেচনায় বিপ্রের শাপ দ্বারা স্বকীয়কুল উপসংহার করিয়া নিজের দেহ ত্যাগ করত বিষ্ণুর নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ পুরীতে গমন করিয়াছিলেন। যেরূপে যদুকুল বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিতেছি।

পিণ্ডারকাতীর্থে যদুকুমারগণ দেখিলেন যে মহা

মুনি বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ আগমন করিতেছেন, তখন যৌবন মত্ত যাদবগণ ঐ মহামুনিগণ বলিতে পারেন কিনা পরীক্ষা ও উপহাস করার জন্য জাম্বুবতীপুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই মহা-মুনিগণকে বলিলেন, হে মুনিগণ পুত্রকামী বভ্রুর এইটী স্ত্রী ইহার কি সন্তান হইবেক বল। মুনিগণ কুমারগণের এবম্প্রকার উপহাস বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিলেন যে এই গর্ভে মুষল প্রসব করিবে এবং সেই মুষল হইতে যাদবগণের সমস্ত কুল ধ্বংস হইবে কোন কোন পুরাণে দুর্ব্বাসা মুনি কর্ত্তৃক ঐরূপ শাপ দিবে। তখন শাপ শ্রবণে কুমারগণের মুখ বিবর্ণ হইল ও শুকাইয়া গেল। তখন বণিকগণ বড়ই দুঃখিত হইয়া মহারাজ উগ্রসেনের নিকট অভিশাপের প্রস্তাব বলিলেন। শাম্বের উদর হইতে তখনই মুষল প্রসূত হইল। উগ্রসেনও সেই লৌহময় মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন মুষল চূর্ণ এড়কা-বণে পরিণত হইল, কৃষ্ণ যাদবগণ মুষলের প্রায় সমস্ত চূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা আকার একখণ্ড আর কিছুতেই চূর্ণ না হওয়ায় সমুদ্রে ফেলাইয়া দিলেন। সলিল নিক্ষিপ্ত সেই মুষলখণ্ড এক মৎস্য

ভক্ষণ করে; অনন্তর মৎস্যঘাতীগণ কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য ধৃত হইয়া কাটা হইলে উদর হইতে ঐ মুষলখণ্ড বাহির হইল, জরা নামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল। অন্তর্যামী মধুসূদন ইহা অবগত হইয়াও বিপ্রের অভিশাপাৎ জন্য উহা নিবারণের কোন উপায় করিতে অভিলাষী হইলেননা।

অনন্তর দেবগণ প্রেরিত দূত আগমন করিয়া কেশবকে নির্জ্জনে বলিলেন বৈকুণ্ঠ শত বৎসরের অধিককাল হইতে খালি আছে। আপনি পৃথিবীর ভার হরণ ও লোকবৎ অনেক লীলা করিয়াছেন এখন ঐ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করুন। ভগবান বলিলেন হে দূত! আমি নিজেই যাদবগণের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি যাদবগণের ক্ষয় না হইলে পৃথিবীর ভার অবতারণ হইবে না আমি সপ্ত রাত্রির মধ্যেই উঁহাদের সংহার সাধন করাইয়া পৃথিবীর ভার অবতারণ অবশ্যই করিব। পৃথিবীতে অসুর ও দুষ্ট রাজগণ যে নিহত হইয়াছে যাদবগণ তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমি যাদবগণকে ধ্বংশ করাইয়া বৈকুণ্ঠ ধামে যাইয়া দেবগণকে পালন করিব। তোমরা স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রাদি

দেবগণকে এই কথা বল ; তখন দূতগণ স্বর্গে যাইয়া দেবগণকে সমস্ত কথা বলিল।

এদিকে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে দিবরাত্রিতে যদুকুলের বিনাশ সূচক অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করিয়া ভগবান হরি যাদবগণকে কহিলেন, হে যাদবগণ! এই সকল বিনাশ সূচক চিহ্ন অবলোকন করিতেছ ত? বোধ হয় যদুকুল ব্রহ্ম শাপে ধ্বংশ হইবে। এখন আমরা সমস্ত উৎপাত শান্তি নিমিত্ত প্রভাস তীর্থে গমন করিব। সজ্জিত হও আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। মহাভক্ত উদ্ধব ভগবানের নিকট বিদায় হইয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে গমন করিলেন যাদব গণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। অনন্তর যাদব গণ প্রভাসে স্নান করিয়া কেশবের অভিপ্রায় লইয়াই মর্ব্বিসুরা পান করিতে লাগিলেন ও সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া সেইখানেই তাহারা পরস্পর সংঘর্ষে এক কলহ উপস্থিত করিলেন। ক্রমে সেই কলহরূপী অগ্নি অভিবাদ কাষ্ঠ সংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তখন যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। অস্ত্র সমস্ত ক্ষয় হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী এড়কা

গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু যাদবেরা দৈব কর্ত্তৃক পরস্পর যুদ্ধ বিষয়ে হরিকে আপনার প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাহাদের বধের জন্য এড়কা মুষ্টি গ্রহণ করিলেন। সেই এড়কা মুষ্টি লৌহময় মুষল পরিণত হইলে ভগবান সেই মুষ্টি মুষল দ্বারা আততায়ী নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। যাদবগণও আগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন অনন্তর কৃষ্ণের চৈত্য নামক রথকে অশ্বগণ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইল ও শঙ্খ চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও অসি ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্য পথ দ্বারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতীত আর সমস্ত যাদবগণ যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বলরাম এক বৃক্ষতলে বসিয়া ছিলেন। তাহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নির্গত হইয়া সমুদ্রে গমন করিল, তখন সিদ্ধগণ উরগগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ দারুককে কহিলেন তুমি গিয়া বসুদেবকে ও উগ্র-

সেনের নিকট এই সকল প্রস্তাব বল? বলভদ্রের নির্ব্বান, সমস্ত যাদব কুলের দ্বারা আমি যোগে এখনই অবস্থান করিয়া দেহত্যাগ করিব। আহুককে বলিও এই দ্বারকা পুরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে; এইজন্য আপনারা পাণ্ডু নন্দন অর্জ্জুনের আগমনের প্রতীক্ষা করিবেন। কিন্তু অর্জ্জুন নিক্রান্ত হইলেই আর আপনারা কেহই দ্বারকায় থাকিবেননা। সেই কুন্তী পুত্র অর্জ্জুন যে দিন যাইবেন আপনারাও সেই দিন যাইবেন, এবঞ্চ হে দারুক তুমি অর্জ্জুনের নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে আমার পরিবার বর্গকে তুমি নিজ শক্তি অনুসারে পালন করিবে ইহাই আমার আদেশ। দ্বারকায় সকল জনগণকে লইয়া তুমি অর্জ্জুন সহিত গমন করিবে। বজ্রকে যদুবংশের নরপতিত্বে বরণ করিও। এবম্প্রকার উক্ত হইয়া দারুক কৃষ্ণকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন এবং ভগবানের আদেশ মত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে আনিলেন ও বজ্রকে রাজা করিলেন। এদিকে ভগবান দেহত্যাগের জন্য যোগাবলম্বন করিলেন। জরা নামীয় ব্যাধ হরিণ বোধে ভগবানের রক্তিমাকার চরণে সেই

মৎস্যের পেটের লৌহ তোমরের ন্যায় মুষলের প্রস্তুত বাণ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সেই ব্যাধ তথায় আসিয়া দেখিল যে এজনজন চতুর্ভূজ নর অবস্থিতি করিতেছেন তখন ব্যাধ কহিল আমি না জানিয়া হরিণ বোধে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি। আপনি প্রসন্ন হউন। তখন ভগবান কহিলেন হে ব্যাধ! তোমার অণু-মাত্রও ভয় নাই, তুমি আমার আদেশে স্বর্গে গমন কর? এমন সময় স্বর্গীয় বিমান আসিয়া ব্যাধকে লইয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন ভগবান যোগাব-লম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করতঃ চতুর্ভূজরূপ ধারণ করিয়া নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তৎপর অর্জ্জুন ঐ প্রভাস তীর্থে আসিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম ও প্রধান প্রধান যাদবগণের কলেবর অন্বেষণ করতঃ বাহির করিয়া সংস্কার করাইলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের আটটী মহিষী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন। রেবতী বলরামের চিতারোহণ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন যথাবিধি প্রেতকার্য্য সমাধাস্তে বজ্র ও কৃষ্ণের রমণীগণ লইয়া দ্বারকা হইতে নিক্রান্ত হইয়া অন্যান্য জনগণ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলেই সুধর্ম্মসভা ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল। সেই দিনেই কালকাম কলিযুগ সবলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অপর সমুদ্র কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকা পুরীকে প্লাবিত করিলেন। ঐ কৃষ্ণের মন্দিরের স্থান দর্শন করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় উহাতে কৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। অনন্তর দ্বারকা-বাসী জনগণকে অর্জ্জুন পঞ্চনদ নামক স্থানে বাস করাইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন একমাত্র ধনুর্ব্বারী সেই সকল স্বামীহীনা স্ত্রীগণ লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় আহির দস্যুগণ আসিয়া আক্রমণ করিল ও সেই স্ত্রীগণ ও ধন বস্ত্রাদি সমস্ত গ্রহণ করিল। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুতে জ্যা রোপণের চেষ্টা করিয়া কিছুতেই জ্যা আরোপণ করিতে পারিলেননা। অনেকক্ষণ কষ্টে ধণুতে জ্যা রোপণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু বাণ দ্বারা কোন ফল হইলনা। তখন অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন যে, যে সকল রাজগণকে জয় করিয়াছিলাম তাহা কেবল কৃষ্ণের বলে, ইহাতে আর সংশয় নাই; এই বলিয়া অর্জ্জুন মথুরা নামক পুরীতে বজ্রকে রাজা করিলেন। অনন্তর কোন কানন

মধ্যে অর্জ্জুন মহর্ষি ব্যাসকে দেখিয়া দ্বারকার সমস্ত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন ও কৃষ্ণ স্ত্রীগণ রক্ষা করিতে যে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহাও বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাসদেব কহিলেন দেবতা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে একটী উৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে অপ্সরা গণ গিয়াছিল, তথা হইতে আইসার সময় জলমগ্ন মহর্ষি অষ্টাবক্রকে দেখিয়া অপ্সরাগণ স্তব করিলে মহর্ষি প্রসন্ন হন ও বর দিতে চান। তখন অপ্সরারা কৃষ্ণকে পতি প্রার্থনা করিলে "তাহাই হউক" মহর্ষি এই বলিয়া জল হইতে উপরে উঠিলেন। তখন অপ্সরাগণ মহর্ষির বিকৃতরূপ দেখিয়া হাস্য সম্বরন করিতে পারে নাই, তদ্দর্শনে মহর্ষি ক্রোধ করিয়া শাপ দিলেন যে, তোমরা কৃষ্ণকে পতিত্বে লাভ করিবে সত্য, কিন্তু পরে আভীর জাতি দস্যুগণের স্ত্রী হইবে। তখন অপ্সরাগণ দুঃখিত হইয়া নানামত স্তব করিলে মহর্ষি বলিলেন আভীরগণের ভোগ্যা হইয়া তৎপরে স্বর্গে যাইতে পারিবে, এই জন্যই ঐ স্ত্রীগণকে দস্যুরা লইয়াছে ইহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই। কৃষ্ণের বলেই তোমরা বলীয়ান ছিলে

তিনিই আবার তোমাদের বলক্ষয় করিয়াছেন ; দেখ জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ হয় এবং সঞ্চয় অন্তর ক্ষয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া শোক বা হর্ষ করেননা। কলিযুগ প্রবর্ত্ত তোমরাও এমন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমনে প্রবৃত্ত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠিরকে আমার এই অভিপ্রায় জানাইও ; মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া অর্জ্জুন হস্তিনায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বলিয়া পরীক্ষিৎকে রাজ্য প্রদান করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী বন গমন করিলেন।

পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয় যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া ভগবান যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমি তোমার নিকট যথাযথ বর্ণণা করিলাম, এই কৃষ্ণচরিত পাঠ বা শ্রবণ করিলে ধনার্থীর ধন পুত্রার্থীর পুত্র ও বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং তপস্বীর তপস্যা ও যে যাহা চায় তাহার তাহাই ভগবানের কৃপায় লাভ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। হরিচরিত শ্রবণ বা কীর্ত্তনের অপেক্ষা আর কোন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ নহে।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব হরি নাম প্রচার করিয়া বহুজীব উদ্ধার করিয়াছেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, যদিচ মহাপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে যে, ভগবান কৃষ্ণ নন্দনন্দন হইয়া যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও রাধিকা বৃষভানু রাজার কন্যা হইয়াছিলেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ যিনি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তিনি যদি আমার পুত্র হইলেন তবে আমিই তাঁহার আদি হইলাম, এটী অসম্ভব ঐ জন্ম মৃত্যু রহিত স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর যিনি কোটী কোটী সূর্য্যের তেজ সমন্বিত শ্যামসুন্দর তাঁহার আদি কেহইনাই; তিনি সকলের আদি ও তিনি অজর, অমর, নিত্য পরমব্রহ্ম। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে অজ, ও ভগবান স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন. এমত স্থলে অনুমান হয় তাহার অংশ শ্রীদামের অভিসম্পাত জন্য ও রাধার অংশ.ঐ অভিসম্পাত জন্য গোকুলে জন্মিয়া থাকিবেন ভিন্ন স্বয়ং ঐ ভগবান গোলোকে নিত্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখনই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। দুইটী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ বিশেষতঃ বেদ যাহাকে "একমেবা-

দ্বিতীয়ং” বলিয়াছেন ; তাঁহাকে দুইটী বলিলে দোষ হয়। এই জন্য শ্রীমৎভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, ভূভার হরণ জন্য যাঁহারা যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অংশাবতার বা অংশ এই দুইটীই সত্য কথা। বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবান হরি দ্বিভুজ মুরলীধরের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন জন্য ভাগবতে রাধার নাম ব্যাসদেব লিখেন নাই ও বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত হয় নাই। এই দুই পুরাণের পূর্ব্বেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচিত হইয়াছিল।

বসুদেব নন্দন কৃষ্ণের রাধার সহিত লীলা করা অসম্ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যেহেতু রাধিকা বসুদেব নন্দনের একরূপ মাতা। এই জন্য ব্যাসদেব ভাগবতে রাধার নাম লিখেন নাই। বিষ্ণুপুরাণেও রাধিকার নাম নাই, তাহাতে সুরাঙ্গনাগণ গোপী ও দেবগণ গোপ লিখিত হইয়াছে, ঐ গোপ গোপীগণ বসুদেব নন্দন কৃষ্ণের পূর্ব্বে গোকুলে লীলার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বসুদেব নন্দনের অবতার হওয়ার উদ্দেশ্যেই ভূভার হরণ করা। অতএব হে ভগবৎভক্ত সমূহ আপনারা সেই দ্বিভুজ মুরলীধর

কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিবেন, তিনি সর্ব্বময় পুরাণ এক পুরুষ, অনাদি এবং সকলের আদি, বেদ তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়াছেন। এতেচাংশকলাপুংস কৃষ্ণ স্তুভগবান স্বয়ংইন্দ্রারি ব্যাকুলংলোকং মৃঢ়য়ন্তি-যুত।

গ্রন্থকার বলিতেছে, হে বসুদেব নন্দন, তুমি দ্বিভুজ মুরলীধরের শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেও তৎ-পুত্র ও তৎতুল্য গুণধারী; তাহার কারণ এই স্বতমপিতৃ গুণঃ ধত্বা ধত্বে মাতৃগুণাঃস্বতা"। হে তাত! তুমি কোন অংশে সেই স্বয়ং ভগবানের ন্যূন নহ অতএই ভক্তকে অভিলষিত বস্তু সমস্ত ও এমন কি মোক্ষও দিতে পার। হে পিতঃ আমি আর কত কাল এই পাপ তাপ পরিপূর্ণ ভৌম নরকে বাস করিব? তোমার দাসের দাস বলিয়া তোমার নিত্যধামে কি তোমার সেই নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া আমাকে তোমার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত কর। যে কালের অন্ত নাই এমন অনন্ত কাল হেন তোমার শ্রীশ্রীচরণ সেবায় নিযুক্ত থাকি; আমি মোক্ষ চাই না। বৈষ্ণবগণ বলেন, চিনি হওয়া ভাল নহে, চিনি খাওয়াই ভাল, অর্থাৎ তোমার চরণ সেবাস্বাদ

করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, ও আমি তাহাই চাই। আমি জলে জলবিন্দু মিশাইতে চাইনা। হে প্রভো! তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠে লইলে মাতা ভগবতী ও মাতা কমলা আমাকে পুত্র জ্ঞানে প্রতিপালন করিবেন। তুমি দয়া না করিলে সেই মাতারা কাহাকেও দয়া করেননা! হে দয়াময়! কৃষ্ণ আমার এই মনস্কামনা পূর্ণ কর। আমার মাতা ও পিতাকে বৈকুণ্ঠে লইয়াছ কিনা অবগত নহি। ঐ মাতা ও পিতাকে শ্রীশ্রীচরণে স্থান প্রদান কর। আমি যে কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকি সেই কাল পর্য্যন্ত যেন তোমার গুণানুবাদ লিখিতে আমার মন ও হস্ত অলস না হয়, রসনা যেন সর্ব্বদা তোমার গুণগান করে, চক্ষু যেন সর্ব্বদা তোমার রূপ দর্শন করে, কর্ণ যেন সর্ব্বক্ষণ তোমার গুণগান শ্রবণ করে, নাসিকা যেন তোমার সচন্দন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে, আমি যেন অন্তে হরে কৃষ্ণ বলিয়া এই দেহ ত্যাগ করি হে কৃষ্ণ! মন্ত্র ও গুরু ও তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি চিরস্থায়ী থাকে।

"অকামবিষ্ণুকামবা" (শ্রুতিতে লিখিত আছে) তোমার নিকট কোন কামনা করিলে তাহা কাম

বলিয়া ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয় নিচয় ভাগবত ও পুরাণ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ভগবৎ কথিত নিম্ন প্রস্তাবদ্বয় পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হওয়ায় এই স্থানে বিবৃত হইল।

রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করতঃ স্যমন্তক নামক মণি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ মণি প্রত্যহ অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসব করিত, ও ঐ মণি সত্রাজিতের ভ্রাতৃগলদেশে ছিল, সে মৃগয়া করিতে গেলে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করতঃ ভক্ষণ করিয়া ঐ তেজস্বী মণি লইয়া ঐ সিংহ খেলা করিতেছিল। পাতালস্থিত রামাবতারের মন্ত্রী ভল্লুক জাম্বুবান কার্য্য বশতঃ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া সিংহের হস্তে মণি দর্শন করতঃ সিংহকে বধ করিয়া মণি লইয়া আপন কন্যা ভল্লুকী জাম্বুবতীকে দিয়াছিলেন। পশু স্বভাবা ভল্লুকী উহা লইয়া খেলা করিত। এদিকে দ্বারকায় সকল লোকেই অনুমান করিতে লাগিল যে কৃষ্ণ বড়ই কুচক্রী, তৎকর্ত্তৃক মণি অপহৃত হইয়াছে; অন্তর্যামী কৃষ্ণ ভগবান তাহা জানিয়া পাতাল তলে উপস্থিত হইয়া ঐ ভল্লুকীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জোর

করিয়া মণি গ্রহণ করিলেন তৎকারণ অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত জাম্বুবানের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। জাম্বুবান যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া জলপানার্থ সরোবরে গমন করিয়া পদ্ম পুষ্প চয়ন করতঃ নিজ ইষ্টদেব রামের পূজা করিয়া জল পান করতঃ পুনরায় যুদ্ধার্থী হইযা আগত হইযা দেখেন যে জাম্বুবান যে পদ্ম দ্বারা রামের পদ অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, ঐ পদ্ম সমস্ত ভক্তবৎসল কৃষ্ণের পদে শোভা করিতেছে, তখন জাম্বুবান নানা-প্রকার স্তব করতঃ কৃষ্ণের পদ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন হে ভগবন! আমি আপনাকে অবগত না হইয়াই অপরাধ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন আর আমার যে ভল্লুকী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন উহাকে গ্রহণ করুন আমি দান করিলাম ও এই কন্যা দানের যৌতুক স্বরূপ আপনাকে সামন্তক মণি দিলাম। তখন কৃষ্ণ ভল্লুকী লইয়া পাতাল তল হইতে নিক্রান্ত হইয়া দ্বারকার নিকট গমন করতঃ ভল্লুকীকে তাড়না করিলে কৃষ্ণের ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ ঐ ভল্লুকী নানালঙ্কারে সুশোভিতা ও সুন্দর বস্ত্র সজ্জিতা পরমাসুন্দরী মানবী হইলেন। তাহার নাম জাম্বুবতী তিনি কৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর এক জন হইয়াছিলেন। তৎপর কৃষ্ণ

ঐ সামন্তক মণি রাজা সত্রাজিৎকে প্রদান করিলে ঐ রাজা লজ্জিত হইয়া আপন প্রাণতুল্যা সরস্বতীদেবীর অংশ স্বরূপা পরমাসুন্দরী নবযৌবন সম্পন্না স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণকে প্রদান করিয়া নানাবিধ সামগ্রী সহ ঐ সামন্তক মণি কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। ঐ সত্যভামাও ভগবানের প্রধানা মহিষী ছিলেন।

অন্য প্রস্তাব এই যে, পারিজাত বৃক্ষ দেবী সত্যভামার অঙ্গনে স্থাপিত হওয়ার পর ঐ দেবী বড়ই গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন, ও স্বামীর অতীব সোহাগিনী হইয়াছেন বিবেচনায় মহাতপা দেবর্ষি নারদকে পুরোহিত করিয়া একটী বৃহৎ ব্রত করেন; তাহার দক্ষিণা স্বরূপ স্বামীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। তখন ঐ দেবর্ষি কৃষ্ণকে ভৃত্যের মত সঙ্গে করিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তদবস্থা দর্শনে কৃষ্ণ মহিষীগণ রোদন করতঃ অতি ব্যাকুলা হইয়া কহিলেন, হে দেবর্ষি আমাদের স্বামী সর্ব্বধন লইয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? সতী ভার্য্যার স্বামী অপেক্ষা আর কিছুই বেশী নহে; আপনি অবগত আছেন। অতএব আমাদের স্বামীর তুল্য ধন রত্নাদি দিতেছি, তাহাই গ্রহণ করুন। তখন দেবর্ষি ঈষৎ

হাস্য করতঃ বলিলেন আমার ভৃত্য নাই তৎকারণেই ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, ছাড়িবনা, তবে তোমরা যদি ইহার তুল্য ধনাদি দাও তবে অনেক ভৃত্য সংগ্রহ করিতে পারিব। আচ্ছা তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। তখন কৃষ্ণ মহিষীগণ তুলা দণ্ড সংস্থাপন করতঃ এক দিকে কৃষ্ণকে ও অন্যদিকে নানা প্রকার রত্নাদি দিতে লাগিলেন কৃষ্ণ মহিষীগণের রত্ন ভাণ্ডার শূন্য হইল। কিন্তু কিছুতেই সেই বিশ্বম্ভরের সমান রত্নাদি হইলনা। তখন কৃষ্ণ মহিষীগণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন দেবর্ষে! কিসে কৃষ্ণের সমান ভার পদার্থ আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহার উপায় বলুন। তখন দেবর্ষি বলিলেন, দেবীগণ! ধনাদি বিষয় সমস্ত কৃষ্ণ তুল্য নহে; ভক্তগণ এই বিষয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া অহরহঃ যে কৃষ্ণ নাম লইয়া শয়ন দমন করতঃ পরমধামে গমন করিয়া থাকেন সেই কৃষ্ণ নাম লিখিয়া তোমরা তুলাদণ্ডে অর্পণ কর। তাহা হইলে আর রোদন করিতে হইবেনা। কারণ কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ একই পদার্থ অর্থাৎ নাম নামী একই পদার্থ। অতএব তুলসীপত্রে কৃষ্ণ নাম অপর তুলস্থলীতে অর্পণ করুন? তখন

কৃষ্ণ মহিষী সমূহ আনন্দিতা হইয়া এক তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া তুলাদণ্ডে অর্পণ করিলে তুলাদণ্ড সমান হইল। তখন হারাণ মহারত্ন লাভে কৃষ্ণ মহিষীগণ পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ও দেবর্ষিকে ষাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিলেন তখন কৃষ্ণকে ও দেবীগণকে আশীর্ব্বাদ করতঃ মহাতপা নারদ অন্তর্হিত হইলেন। ভাই ভক্তগণ। কৃষ্ণ হইতে নাম ভিন্ন নয়। অতএব ঐ নাম সর্ব্বদা গ্রহণ কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিবে ও ত্রিতাপে তাপিত হইবেনা। হে সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবগণ কৃষ এই পদটী কৃষ্ণের ভক্তি বাচক এবং ন এই পদটী তাঁহার দাস্য বাচক, তজ্জন্য তিনি ভক্তি ও দাস্য দাতা, তিনি মহারাশেখর বৈকুণ্ঠবিহারী কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম। তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি জন্ম, কি মৃত্যু কি জরা, কি ব্যাধি, কি শোক, কি ভয়, কি পাপ, কি পুণ্য কিছুই থাকেনা। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি মান সকলের মঙ্গল স্বরূপ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকে ভক্তি দ্বারা ও দাস্য ভাব দ্বারা লাভ করিবার ভক্তের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহাহইলে আর এই ভৌম নরকে আসিতে হইবেনা। সেই সৎচিৎ আনন্দ পুরুষকে

ধ্যান করিতে পারিলে বৈকুণ্ঠে ভক্ত বাল হরিণ নয়না দিক্‌সুন্দরীগণের সহিত বিহার করিতে পারিবে ও হরিৎবর্ণ কল্প বৃক্ষ সমূহের নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবে তাহাই তৎক্ষণাৎ পাইবে। এই জন্য দেবের দেব মহাদেব বৈষ্ণব, ও দেবর্ষি নারদ বৈষ্ণব ও ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বৈষ্ণব ও রাজর্ষি অম্বুরীষ বৈষ্ণব ইদানীন্তন রূপসনাতন, রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব দাস্য ভাবে ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণ ধ্যান পরায়ণ হইয়া জন্মের স্বার্থকতা লাভ করিয়া পরমধামে গিয়াছেন। অতএব হে ভগবৎভক্তগণ, তোমরা অন্য রস্বাদন ত্যাগ করিয়া ভক্তি ভাবে দাস্য রস আস্বাদন কর। অন্যান্য রসে অনেক বিঘ্ন আছে, ইহাতে কোনই বিঘ্ন নাই। বালকের চেষ্টার ন্যায় ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "বাহ্য পূজা ধমাধম", কিন্তু যাহারা কৃষ্ণ ধ্যান করিতে অক্ষম (ঘোর বিষয়ী) তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ পূজাই শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ২৫শ শ্লোক প্রমাণ— "কৃষিস্তুভক্তিবচন নশ্চত দাস্যবাচকং

ভক্তিদাস্য প্রদাতায়ঃ কৃষ্ণ পরিকীর্ত্তিতঃ"।

গীত।

হরি দয়াময় দয়া করহে আমায়,
আমি নিরাশ্রয় হয়েছি হরি দেওহে আমায় পদাশ্রয়।
আমি অধম ভক্তিহীন অজ্ঞানী,
অধম তারণ তোমায় জানি,
এই অধমে উদ্ধার কর আর যাতনা নাহি সয়।
তোমায় ভজিব ভজিব মনে করি,
ভজিতে না দেয় ছ জন অরি,
হরি হে এই কলিকলুষহারী কর সর্ব্বপাপ ক্ষয়,
গোবিন্দকেলী কয় তুমি হরি সর্ব্বময়,
দাও এই শক্তি করি ভক্তি সারাৎসার ভাবি তোমায়।

২য় গীত।

হরি হে তব গুণ বর্ণিবার সাধ্যকার,
তব গানে ভক্তগণে ভবে হয় পার।

অচিন্ত্য অব্যক্ত তুমি জানিব কেমনে,
আপনি জানাও যদি তবেই ভক্ত জানে।
বেদ অস্তিত্ব স্বীকার করেছে তোমার।
গোবিন্দকেলী বলে পুরুষ পুরাণ,
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ তুমি স্বয়ং ভগবান,
ভকত বৎসল মোরে করহ উদ্ধার।

৩য় গীত।

হরি হে কবে যাবে বিষয় ভোগ বাসনা,
কবে প্রশান্ত হইবে চিত্ত পূরিবে কামনা।
কবে দিবে শ্রীচরণ আনন্দে মাতিবে মন।
কবে যাবে এ সংসার যাতনা,
কবে নাশিবে ত্রিতাপ, হরি প্রকাশি প্রতাপ,
কবে যাবে ভয়ঙ্কর জঠর যাতনা।
গোবিন্দ কেলী বলে, রাখ মোরে পদ তলে,
গুরুর উপদেশ বলে ছাড়িবনা করি তব গুণগান,
শুন স্বয়ং ভগবান। উদ্ধার হইয়ে যাব, আর এথা
আসিব না

৪র্থ গীত।

দিন যায় বৃথা, মন শ্রীহরি চরণ শরণ বিনা, হরিনাম সুধা পান কর সদা নাচ হরি সংকীর্ত্তনে শ্রীহরি চরণ, ভজি ভক্তগণ, ভব পার হইয়া যায়, পরমায়ু ক্ষয় হ'ল সমুদয়, তবু তায় ডাক না কেনে।
গোবিন্দ কেলীর বিষয় বাসনা ত্যাগ হয়না বল কেনে।
বিষয় বাসনা, নরক যন্ত্রণা, তুমি তায় মাননা জেনে।

৫ম গীত।

হরি কিছু ধন নাই যে আমার,
আমি কি দিয়া হইব পার।
হরিভক্তি অমূল্য ধন হয়,
যার প্রভাবে যায় পার হওয়া।
ছ জন রিপু দুরাশয়, আমার ঐ ধন করেছে সংহার।
গোবিন্দকেলী কয়, হরি কর্ণধার দয়াময়, এই ধন হীনে পার কর, চরণে ধরি তোমার।

৬ষ্ঠ গীত।

হরি হে কিছু গুণ নাই যে আমার,
আমি কি গুণে হইব পার,

যদি নিজ গুণে তার তবে, ভবার্ণবে হব পার,
ভবার্ণবের কাণ্ডারী হরি দাও হে তব চরণ তরী,
ঐ চরণ তরী আমি ধরি, আমায় ধীরে ধীরে কর পার,
গোবিন্দকেলী কয় কর কৃপা কৃপাময়,
শীঘ্র আমায় পার কর, বিলম্ব কেন কর আর।

৭ম গীত।

ওঁ মন বৃথা দিন কেন হর, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
যে দিন হরি কথা না হয় আলাপান,
সেই দিন দুর্দ্দিন বলে ভক্তগণ,
হরি নাম হয় অমূল্য রতন ঐ ধন সঞ্চয় কর।
গোবিন্দকেলী বলে অরে মন,
ভজ ভক্তি ভাবে শ্রীহরি চরণ,
শমন দমন করণ কারণ, ঐ শ্রীহরি স্মরণ কর।

৮ম গীত।

ওরে মন ভাব বিভু কেশব,
তারে ভজিলে শুদ্ধ ভক্ত হব,
পুত্র পরিবার কেবা তোমার, স্বপণেও কেন না ভাব,
যদি হবি ভবে পার, হরি সারাৎসার, তারে ভাব ধীরে ভব।

গোবিন্দকেলী বলে মন তব, ছেড়ে যেতে হবে এ সংসারের সব।
মন আবার কি হব, কোথায় রহিব, হরি ভিন্ন গতি নাই তব।

৯ম গীত।

মন ডাক মধুসূদনে, তবে সে পাইবি ত্রাণ, শ্রীহরি শরণ বিনে,
গোবিন্দকেলী বলে, সদা হরি নাম উচ্চারিলে হরি পাদে প্রণমিলে, যাব রে, মন পরম ধামে।

১০ম গীত।

মন গেলবে যৌবন, তনু হ'ল ক্ষীণ জরা আক্রমণ করে মোরে। এখন হরি নাম শ্রবণ, কর সর্ব্বক্ষণ, সদা বল কৃষ্ণ হরে হরে। নৈলে যম আসি, বান্ধিবে মোরে কসি, হরি নাম অসি সংগ্রহ কররে। ঐ অসিতে বন্ধন, করিবে ছেদন, পলাবে শমন অতি ত্রাসেরে। গোবিন্দকেলী বলে এই বচন, হরি নামে হয় মোচন, পাপ না থাকিলে কি করিবে শমন।
[শমন দমন, হয় হরি নামেরে।

১১শ গীত।

মন দুর্ল্লভ জনম, করেছি, খাবণ, সদা বল কৃষ্ণ হরে হরে। এমন মানব জনম আর হবে না মন, জেনেছি মন গুরুর প্রসাদে রে। লক্ষ লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ, হইয়েছি দ্বিজ বৈষ্ণব নন্দন। হরি নাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর সর্ব্বক্ষণ, তবে যম যাতনা আর হবে নারে। গোবিন্দকেলী বলে এই বচন, পাপ তাপহারী প্রভু নারায়ণ। তারে হৃদয়ে স্থাপন করি কর দর্শন, সংসার বন্ধন ঘুচি যাবে রে।

১২শ গীত।

বৃথা দিন যায় আমার, বৃথা জন্ম যায়, মাতিয়ে ভব মায়ায়, না করি হে হরি নাম, না ভাবি পরিণাম, অবিরাম চিন্তি বিষয়। কর্ম্ম কাণ্ড সব বিনাশী, হরি তুমি অবিনাশী, কৈ তোমায় ভালবাসী কি হবে উপায়। গোবিন্দকেলী কয়, হরি তুমি সর্ব্বময়, দেব সপ্তঋষি কয়, ভজিলে হরি মোক্ষ হয়।

১৩শ গীত।

ডাক নন্দনন্দনে পরমায়ু শেষ প্রায় মিথ্যা আলাপণে। ছাড় ছাড় ধন জন, বিষয় পাপ চিন্তন বিষয়ীর না মজে মন শ্রীহরির শ্রীচরণ। গোবিন্দ কেলী কয়, হরি নামে পাপ ক্ষয়, জন্ম মরণ আর না হয় শ্রীহরির নামের গুণে।

১৪শ গীত।

বলি নিষ্ঠা হওরে চিত্ত, এ যে অনিত্য ভাবনা, অনিত্য ভাবিয়া নিত্যকে ভাব রে নিত্য। যতক্ষণ এই ভবে হইয়েছি উদয়, তারও পূর্ব্বে মাতৃস্তনে ক্ষীরোদয়। মুখ দিয়াছেন যেই খেতে দিবেন সেই, তবু বিষয়ে কেন মত্ত। গোবিন্দকেলী বলে, এই যুক্তি কর্ণপথে যিনি, করেছেন উক্তি, ঐ গুরুপদে ভক্তি, করিলেই মুক্তি অলঙ্ঘ্য এই যুক্তি সত্য।

১৫শ গীত।

কোথা মা ভারতী লক্ষ্মী মম কন্যা অনুপমা, জান তা চক্রীর চক্র। স্বচক্ষে দেখ আসি মা। জান তা মমতাহীন বুঝেনা শশুরের দীন, দেখি ভক্তিধনহীন গুরু বলি মানে না মা। জামাতা করিয়া ফন্দি,

ছয় রিপুরে বলি সন্ধি, পাপ দহে ফেলিছে বান্ধি, আমি কান্দি স্মরি তোমা। গোবিন্দকেলী কহে, ডুবিনু মুই পাপ দহে, উদ্ধার আসি দোহে, কাপরে প্রাণ যায় মা।

১৬শ গীত।

এমন জানলে আনতাম না, একখান ঘর তার নয়খান দ্বার, বন্দ নয় একখানা, এই ভয় লাগে, কখন বা বাগে, ধরে ছেড়ে তাঁতের তানা। গোবিন্দ কেলী বলে চন্দন চিনিলানা। যেমন চর্ম্মকারে চর্ম্ম কষে, তেমনি করিলাম কারখানা।

১৭ গীত

হরে হরে বল মন, শমন দমন করণ কারণ,
বিষয় ভোল অসার, তারে কেন ভাব সার,
নাহি ভাব সারাৎসার, হরিবে কেন।
হরি গুণ গানসার, তাই তুমি কর সার,
তবে সে নাশিবে ভব বন্ধন।
বিষয় ভোগ পরিহরি, সদা বল হরি হরি।
হরির চরণ ধরি কর কাল ক্ষেপন।
গোবিন্দকেলী কয়, হরি বড় দয়াময়,
ঐ দয়াময়ের দয়া হলে, যাব পরম ধাম।